রদ্দে-বেদ্‌য়াত

প্রথমভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ
শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে
জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহাম্মাদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা,
বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা পীর,
মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির, মুবাল্লিগ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত

আল্লামা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
(দ্বিতীয় মূদ্রণ সন ১৪১১ সাল)

মূল্য- (৬০) ষাট টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة وسلام
على رسوله محمد و آله وصحبه اجمعين

রদ্দে-বেদ্‌য়াত

প্রথম ভাগ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লইয়া মহা কলহ উপস্থিত হইতেছে, এই জন্য উহা প্রশ্ন ও উত্তর রূপে লিখিত হইল, ইহা পাঠ করিলে সকলেই আসল ও জাল পীর চিনিতে পারিবেন।

প্রথম প্রশ্ন

হজরত আদম (আঃ)কে ফেরেশতাগণ কিরূপে ছেজদা করিয়াছিলেন? হজরত ইউছুফ (আঃ) কে তাঁহার ভ্রাতাগণ ও পিতামাতা কিরূপে ছেজদা করিয়াছিলেন? ছেজদা কয় প্রকার হইতে পারে? বর্ত্তমানে মুরিদেরা পীরদিগাকে ছেজদা করিতে পারে কিনা? কোন কোন স্থানে মুরিদেরা মুর্শিদের পায়ের উপর মুখ ও কপাল ঘষিতে থাকে, গোনাহ মাফ করুন বলিয়া অনেক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে পড়িয়া থাকে; মুর্শিদজী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে জমিতে মুখ কপাল রাখিয়া পড়িয়া থাকে। ইহা ছেজদার ন্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কদমবুছি করা জায়েজ কিনা?

উত্তর

ছেজদার আভিধানিক অর্থ নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করা।

একজন কবি বলিয়াছেন ঃ—

ترى الاكم فيها سجدا للحوافر

"তুমি ঘোটক বৃন্দের ক্ষুরগুলির জন্য উহাতে মৃত্তিকা স্তুপগুলিকে ঝুকিতে (নত হইতে) দেখিবে।"

আর এক জন কবি বলিয়াছেন;—

وقلن له اسجد لليل فاسجد

"এবং উক্ত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে বলিল, তুমি লায়লার জন্য ঝুকিয়া পড়, ইহাতে সে ঝুকিয়া পড়িল।"

আরবেরা বলেন;—

السفينة تسجد للريح

"নৌকা বায়ুর জন্য ঝুকিয়া পড়ি।" তাজোল-ওরুছ দ্রষ্টব্য। কোরা-আন শরিফে কয়েকস্থলে আদেশ পালন করা অর্থে 'ছেজদা' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

(১) ছুরা রহমান ঃ—

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

"এবং তৃণ ও তরু আদেশ পালন করিয়া থাকে।"

(২) ছুরা নহল ঃ—

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

"এবং যে কোন জীব আচমান সমুহে ও ভুমিতে আছে এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহরই আদেশ পালন করেন; তাহারা অহঙ্কার করেন না।"

(৩) ছুরা হজ্জ ঃ—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

"তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় যাহারা আছমান সমুহে এবং যাহারা জমিতে আছেন, তাহরা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমালা, পর্ব্বত সমুহ, বৃক্ষ, পশুকূল এবং অনেক লোক আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করিয়া থাকেন।"

শরিয়তের ব্যবহারে ছেজদার অর্থ মস্তক জমিতে রাখা। হজরত ইউছুফ (আঃ) কে তাঁহার ভ্রাতাগণ ও পিতা পাতা কি ভাবে ছেজদা করিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৫/১৭১/ ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

এই আয়াতের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রতম হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) হইতে আতা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ইউছুফ (আঃ) এর ভাইগণ ও পিতামাতা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন।

প্রথম এই মর্ম্মটি ছহিহ হওয়ার প্রমাণ এই যে, হজরত ইউছুফ (আঃ) তাঁহার পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর উঠাইলে তাঁহারা ছেজদা করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা হজরত ইউছুফ (আঃ) কে ছেজদা করিতেন, তবে সিংহাসনের উপর আরোহণ করার পূর্ব্বেই (প্রথমে সাক্ষাৎ হওয়া কালে) ছেজদা করিতেন।

দ্বিতীয়, তাঁহারা ইউছু (আঃ) কে কেবল স্থির করিয়া আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

তৃতীয়, ছেজদার অর্থ নত হওয়া, তাঁহারা হজরত ইউছুফের জন্য নত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা ছালাম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে হজরত ইউছূফের সম্মুখে মাটিতে ললাট রাখিয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কেননা যদি ইহা হইত, তবে হজরত ইউছুফ (আঃ)এর তাঁহার পিতাকে ছেজদা করা ওয়াজেব হইত।

আহকামোল-কোরআন, ১/৪৪৯ পৃষ্ঠা ঃ—

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ইহা এবাদাতের ছেজদা ছিলনা, ইহা ছালাম সুচক ছেজদা ছিল। ছেজদার অর্থ মস্তক নত করা। আল্লাহতায়ালা আমাদের শরিয়তে মস্তক নত করিয়া ছালাম করা মনছুখ করিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তে কেবল 'ছালামন আলায়কুম' শব্দের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তফছিরে-মনির, ১/৪৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

তাঁহারা ইউছুফ (আঃ) এর প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন, যেরূপ ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ) কে কেবেলা স্থির করিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও হজরত ইউছুফ (আঃ) কে কেবলা স্থির করিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা রুকুর ন্যায় মস্তক নত করিয়াছিলেন। ইসলামী শরিয়তে ঐরূপ কেবলা স্থির করিয়া ছেজদা করা মনছুখ হইয়াছে।

তফছিরে নায়ছাপুরি, ১৩/৫৩ পৃষ্ঠা ঃ–

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহারা হজরত ইউছুফ (আঃ) কে প্রাপ্ত হইয়া আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হজরত ইউছুফ (আঃ) কে কেবলা স্থির করিয়া আল্লাহতায়ালাকে ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা মস্তক নত করিয়াছিলেন।

তফছিরে দোররোল-মনছুর, ৪/৩৮ পৃষ্ঠা ঃ–

"এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, তাহারা হজরত ইউছুফ (আঃ) কে মস্তকের ইশারা করিয়াছিলেন।"

তফছিরে-বাহরে-মুহিত, ৫/৩৪৮ পৃষ্ঠা ঃ–

আবু আব্দুল্লাহ দারানি বলিয়াছেন, ছেজদা আল্লাহতায়ালার জন্য ছিল, ইউছুফ (আঃ) এর জন্য ছিলনা, কেননা জ্ঞান ও দীনের হিসাবে ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, হজরত ইয়াকুব (আঃ) বয়স, বিদ্যা,দীন, নবুয়তে শ্রেষ্ঠ এবং পিতা হইয়া ইউছুফ (আঃ) কে ছেজদা করিবেন, আর ইনি ইহাতে রাজি থকিবেন।

এক্ষণে ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ) কে কিরূপ ছেজদা করিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

তফছিরে রুহুল মায়ানি, ১/৭১ পৃষ্ঠা ঃ–

তফছিরে ছেরাজল মনির, ১/৪৪/৪৫ পৃষ্ঠা; বয়জবি, ১/১৪০ পৃষ্ঠা ও রুহোল মায়ানি, ১/১৯১ পৃষ্ঠা ঃ–

যদি ছেজদার শরিয়ত সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এইরূপ মর্ম্ম হইবে যে, ফেরেশতাগণ (হজরত) আদম (আঃ) কে কেবলা স্থির করিয়া আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন, আর যদি উহার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এই মর্ম্ম হইবে যে, ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ)এর জন্য মস্তক নত করিয়াছিলেন। ইসলামে ইহা বাতীল স্থির করা

হইয়াছে। বয়জবি বলেন, ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, ফেরেশতাগণকে হজরত আদম (আঃ) এর পূর্ণতালাভের ও জীবন যাত্রার উপকরণ গুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে তঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বলা হইয়াছিল। আল্লামা শেহাবদ্দিন আলুছি বলিয়াছেন,কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ)কে শরিয়ত সঙ্গত ছেজদা করিয়াছিলেন। কিন্তু শরিয়ত সঙ্গত ছেজদা এবাদত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদাত করা সমস্ত ধর্ম্মে ও সমস্ত জামানায় শেরেক ও হারাম, ইহা কোন জামানায় হালাল হইয়াছে বলিয়া জানি না। তফছিরে মাহায়েমির ১/৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ফেরেশতাগণ হজরত হঃআদম (আঃ) কে কেবলা স্থির করিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন।

তফছিরে মনিরের ১/১০ পৃষ্ঠায় ও জালালাএনের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ফেরেশতগণ জমিতে মস্তক না রাখিয়া কেবল মস্তক নত করিয়াছিলেন।

আহকামোল কোরআনে ১/৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "বিদ্বানগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, উহা এবাদাতের ছেজদা ছিল না" ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এইযে, ফেরেশতাগণ আজমবাসিদিগের ন্যায় মস্তক ঝুকাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় কা'বা ও বায়েতুল মোকাদ্দাছের ন্যায় তাঁহাকে কেবলা স্থির করিয়াছিলেন, ইহাই সমধিক প্রবল মত।

তফছিরে জোমাল,১/৪০ পৃষ্ঠায় ও মায়ালেম ও খাজেন, ১/৪১ পৃষ্ঠা উভয় বিধ মত উল্লেখ করিয়া মস্তক অবনত করার মতটি সমধিক সহিহ বলা হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, কোরআন শরিফে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, ফেরেশতাগণ কিম্বা হজরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহার পুত্রগণ জমিতে মস্তক রাখিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন, বরং আদেশ পালন করা অর্থই সপ্রমাণ হয়। হাদিছ শরিফে উহার কোন প্রমাণ নাই, তফছিরকারক বিদ্বানেরা ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহারা উপরোক্ত দুই প্রকার মত সহিহ ও প্রবল স্থির করিয়াছেন, কোন কোন তফছিরে মাটিতে মস্তক রাখিয়া

সালাম সূচক (তাহিয়াতের) ছেজদা করার কথা উল্লেখ থাকিলেও উহা দুর্ব্বল মত এবং ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই।

একটুখানির জন্য যদি আমরা উক্ত দুর্ব্বল মতকে সহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই তবে বলি, উহা ইসলামে মনছুখ ও হারাম হইয়াছে, তফছিরে মাহায়েমির ১/৩৭৪ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১/৩৩ পৃষ্ঠায়, মনিরের ১/৪৩৮ পৃষ্ঠায়, রুহোল বায়ানের ১/৭১ পৃষ্ঠায়, ছেরাজল মনিরের ২/১৩৫ পৃষ্ঠায় ও শামির ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠায় উহা মনছুখ হওয়ার কথা লিখিত আছে।

ফাতাওয়ায়-আজিজির ১/১০৬/১০৭ পৃষ্ঠায় প্রশ্নস্থলে লিখিত আছে, ফেরেশতাগন হজরত আদম (আঃ) কে তাহিয়াতের ছেজদা করিয়াছিলেন, কিম্বা তাঁহাকে কেবলা করিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন, এই হিসাবে শিক্ষার্থিগণ কিম্বা মুরিদগণ শিক্ষকগণকে অথবা মুর্শিদগণকে ছেজদা করিতে কেন পারিবেন না?

হজরত ইয়াকুব (আঃ) যে ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহা কোর-আন, ইহার মনছুখকারী একমাত্র আহাদ হাদিছ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, মোতাওয়াতের হাদিছ ব্যতীত ইহার মনছুখকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় উহার ফরজ হওয়া মনছুখ হইলেও উহা মোবাহ থকিয়া যায়। মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ সাহেব উহার উত্তরে লিখিয়াছেন;—

جواب ایں شبہ آنست کہ درین تقریر سراسر غفلت از اجماع قطعی است

بر تحریم سجدہ وذھول عن ذکر الناس

"এই বর্ণনায় ছেজদা হারাম হওয়ার প্রতি যে অকাট্য এজমা

হইয়াছে এবং ছেজদায়-তাহিয়াতের মনছুখকারী দলীল উল্লেখ করা হয় নাই"। মূলকথা, শরিয়তের তৃতীয় দলীল এজমা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ছেজদায়-তাহিয়াত হারাম, কেরআন ও হাদিছে ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত মাওলানা সাহেব তফছিরে-আজিজির (ছুরা বাকারার) ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ودر شریعت ما این طریق هم فیما بین مخلوقات حرام وممنوع است بدلیل احادیث متواتره که درین باب وارد شده

"আমাদের শরিয়তে সৃষ্ট বস্তুদিগের পরস্পরে তাহিয়াতের ছেজদা করা মোতাওয়াতের (অসংখ্যক রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত) হাদিছের দ্বারা যাহা এ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, হারাম ও নিষিদ্ধ হইয়াছে"।

প্রশ্নকারী বলিয়াছিল যে, কোর-আনে তাহিয়াতের ছেজদা জায়েজ হইয়াছে, উহা মোতাওয়াতের হাদিছ ব্যতীত মনছুখ হইতে পারে না, এক্ষণে মাওলানা সাহেবের কথা শুনিলেন ত যে, মোতাওয়াতের হাদিছের দ্বারা উহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আমি বলি, হজরতের মুখে সাহাবাগণ যে একটি আহাদ হাদিছ শ্রবণ করেন, উহা কোর-আনের তুল্য, তদ্দারা কোর-আনের আয়ত মনছুখ হইতে পারে। ছাহাবাগণ যখন হজরতের নিকট তাহিয়াতের ছেজদা হারাম হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন উহা আহাদ হাদিছ হইলেও তদ্দারা কোর-আনের আয়ত মনছুখ হইবে।

আরও বলি, কেরআনের একটি আয়ত অপর আয়তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে কোর-আনের অন্যান্য আয়তে ছেজদার অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা বুঝা যায়, কাজেই হজরত আদম (আঃ) ও হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর ঘটনায়

তাহিয়াতের ছেজদা সপ্রমাণ হয় না, কাজেই যদি আমরা উহা হারাম হওয়ার দলীল পেশ না করি, তাহাতেই বা কি ক্ষতি?

কোর-আন ছুরা আল-এমরাণ, ৮ রুকু;—

اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

" তোমরা মুসলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি উক্ত রাছুল তোমাদিগকে কাফের হওয়ার হুকুম করিতে পারেন?"

তফছির - রুহোল-মায়ানি, ১/ ৬১৭ পৃষ্ঠা;—

اخرج عبد بن حميد عن الحسن قال بلغنى ان رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض افلا نسجد لك قال لا ولكن اكرموا نبيكم واعرفوا الحق لاهله فانه لا ينبغى ان يسجد لاحد من دون الله فنزلت

আবদ বেনে - হোমাএদ, হাছান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি অবগত হইয়াছি যে, একজন লোক বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমরা অপনাকে ছালাম করিয়া থাকি, যেরূপ আমাদের একে অন্যকে ছালাম করিয়া থাকে। আমরা কি আপনাকে ছেজদা করিব না? হজরত বলিলেন, না, বরং তোমরা তোমাদের নবীর সম্মান কর এবং যাহার যেরূপ হক তাহা আদায় কর, কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ছেজদা করা অনুচিত। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়।

তফছিরে - বয়জবি, ২/২৭ পৃষ্ঠা, সেরাজল-মনির, ১/২০৩ পৃষ্ঠা, কবির, ২/৫০৬ পৃষ্ঠা, মাদারেক, ১।১৩২ পৃষ্ঠা, কাশ্যাফ, ১।৩১১ পৃষ্ঠা, ফৎহো-বায়ান, ২।৬৭ পৃষ্ঠা, মনির, ১/১০৭ পৃষ্ঠা, জালালাএন ৫৩ পৃষ্ঠা, জোমাল,

২/২৯১ ও রুহোল-বায়ান, ১/৩৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

دليل على ان المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استاذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم فى ان يسجدوا له

"ইহাতে বুঝা যায় যে, এই আয়ত উক্ত মুসলমানদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে— যাহারা রাছুল (ছাঃ) কে ছেজদা করার জন্য তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন।"

পাঠক, এস্থলে তহিয়াতের ছেজদা হারাম হওয়া সপ্রমাণ হইল, কেননা আল্লাহতায়ালা উক্ত ছেজদা করা কোফর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোফর শব্দের প্রকাশ্য অর্থ কাফেরি, কাজেই ইসলামি শরিয়তে উক্ত ছেজদায়-তাহিয়াত কাফেরি হইয়া যায়। ফকিহ্ বিদ্বানগণ ছেজদায়-তাহিয়াত কাফেরি হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন।

কাজিখানের ৪/৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

اما اذا سجد للسلطان ان كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة لايكون ذلك كفرا ـ اصله امر الملائكة بسجود ادم صلوات الله عليه وسجود اخوة يوسف عليه السلام ولو قال لمسلم اسجد للملك والا قتلناك قالوا ان امره بذلك للعبادة فالافضل له ان لايسجد كمن اكره على ان يكفر كان الصبر افضل و ان امروه بالسجود للتعظيم والتحية لاللعبادة له ان يسجد

"যদি কেহ বাদশাহকে ছেজদা করে, যদি তাহার উদ্দেশ্য সম্মান ও ছালাম হয়, এবাদত না হয়, তবে উহা কাফেরি হইবে না, ইহার মূল ফেরেশতাগণকে আদম (আঃ) এর ছেজদা করার আদেশ করা এবং ইউছুফ (আঃ) এর ভাইগণের ছেজদা করা। যদি কেহ কোন মুসলমানকে বলে যে, তুমি বাদশাহকে ছেজদা কর, নচেৎ আমরা তোমার প্রাণ হত্যা করিব। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি তাহাকে এবাদাতের ছেজদা করিতে আদেশ করে, তবে তাহার পক্ষে ছেজদা না করাই উচিত, যেরূপ কাফেরি করিতে কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করা হইলে, ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত। আর যদি তাহাকে এবাদতের ছেজদা ব্যতীত সম্মান ও তাহিয়াতের ছেজদা করিতে বলে, তবে তাহার পক্ষে ছেজদা করা জায়েজ।"

আরও কাজিখান, ৪/৪৬৫ পৃষ্ঠা;—

ولو قيل للمسلم اسجد للملك والا لقتلناك لا بأس ان يسجد للملك سجود التحية والتعظيم لا سجود العبادة لان سجود التعظيم لايكون كفرا عرف ذلك بامر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم عليه السلام والله لايامر احدا بعبادة غيره وكذلك اخوة يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام

"যদি কেহ কোন মুসলমানকে বলে যে, তুমি বাদশাহকে ছেজদা কর, নচেৎ আমরা তোমার প্রাণ বধ করিব, তবে তাহার পক্ষে বাদশাহকে তাহিয়াত ও সম্মানের ছেজদা করাতে দোষ নাই, কিন্তু এবাদাতের ছেজদা

জায়েজ নহে, কেননা সম্মানের ছেজদা কাফেরি নহে, আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাগণের উপর আদম (আঃ) কে ছেজদা করার আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই উহা বুঝা যায়, আর আল্লাহ কাহাকেও অন্যের এবাদতের হুকুম করেন না। এইরূপ ইউছুফ (আঃ) এর ভ্রাতাগন তাঁহাকে ছেজদা করিয়াছিলেন।"

আলমগিরি, ২/৩০৫ পৃষ্ঠা;—

اذا سجد الانسان سجدة تحية لا يكفر كذا فى السراجية

"যদি কেহ কোন মনুষ্যকে তাহিয়াতের ছেজদা করে, তবে কাফের হইবে না।"

আলমগিরি, ৫/৪০৪ পৃষ্ঠা;—

من سجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لايكفر ولكن يأثم لارتكابه الكبيرة هوالمختار قال الفقية ابو جعفر رحمه الله تعالى وان سجد للسلطان بنية العبادة اولم تحضره البية فقد كفر كذا فى جواهر الاخلاطى

যে ব্যক্তি সালাম করা উদ্দেশ্যে বাদশাহকে ছেজদা করে কিম্বা তাহার সম্মুখে জমি চুম্বন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। কিন্তু গোনাহ কবিরা করার জন্য গোনাহগার হইবে, ফকিহ আবু জাফর (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা মনোনীত মত। আর যদি এবাদাতের নিয়তে বাদশাহকে ছেজদা করে, কিম্বা কিছু নিয়ত না করে, তবে নিশ্চয় কাফের হইবে। এইরূপ জওয়াহেরে-আখলাতি কেতাবে আছে।"

আলমগিরি , ২/৩০৮ পৃষ্ঠা;—

قال غيره من مشائخنا رحمهم الله تعالى اذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر وهل يكفر قال بعضهم يكفر مطلقا وقال اكثرهم هذا على وجوه .. ان اراد به العباده يكفر وان اراد به التحية لم يكفر ويحرم عليه ذلك وان لم تكن له ارادة كفر عند اكثر اهل العلم

"তদ্ব্যতীত আমাদের ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন, যদি কেহ এই অত্যাচারিদিগকে ছেজদা করে, তবে উহা একটি গোনাহ্ কবিরা হইবে। ইহাতে কাফের হইবে কি? কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যে কোন প্রকার ছেজদা হউক, উহাতে কাফের হইবে। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা কায়েক প্রকার হইবে, যদি এবাদাতের উদ্দেশ্যে ছেজদা করে, তবে কাফের হইবে, আর তাহিয়াতের (ছালামের) নিয়ত করিলে, কাফের হইবে না, কিন্তু হারাম হইবে, আর যদি কোন নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে। উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, তাহিয়াতের ছেজদাতে মানুষ কাফের হয় না, কিন্তু উহা গোনাহ কবিরা ও হারাম। তাহিয়াতের অর্থ ছালাম। এইরূপ জামেয়োল ক্বামাএনের ২/৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তাহিয়াতের ছেজদা কাফেরী নহে, কিন্তু গোনাহ কবিরা ও হারাম।

এস্তামবুলের ছপা শামি, ৫/৩৭৮ পৃঃ—

ذكر الصدر الشهيد انه لايكفر بهذا السجود لانه يريد التحية قال القهستانه وفى الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا

"ছদরোশ শহিদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ছেজদাতে কাফের হইবে

না, কেননা সে ব্যক্তি তাহিয়াতের নিয়ত করিয়া থাকে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, জহিরিয়াতে আছে, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে"।

জামেয়োর-রমুজের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মুহিত কেতাবে আছে যে, তাহিয়াতের ছেজদা গোনাহ্ কবিরা। জহিরিয়া কেতাবে আছে, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।

পক্ষান্তরে ফেকহে-আকবরের টীকার ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

وان اراد به التحية اختار بعض العلماء انه لايكفر اقول هذا اذا سجد لاهل الاكراه اما اذا سجد بغير الاكراه اى ولو امربه على القولين يكفر عندهم بالخلاف

আর যদি তাহিয়াতের (ছালামের) নিয়ত করিয়া থাকে, তবে কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, কাফের হইবে না। আমি বলি, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত। জহিরিয়া কেতাবে আছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে। যদি বলপ্রয়োগকারীকে ছেজদা করিয়া থাকে, তবে এইরূপ হুকুম হইবে। আর যদি বিনা বলপ্রয়োগে আদিষ্ট হইয়াও ছেজদা করে, তবে বিনা মতভেদে সকলের মতে কাফের হইবে।"

এক্ষণে তাজিমের ছেজদার কথা শুনুনঃ—

কাজিখানের উল্লিখিত এবারতে বুঝা যায় যে, তাজিমের ছেজদা করিলে, কাফের হইবে না।

ফেকহে-আকবর, ২৩৮ পৃষ্ঠাঃ—

وفى الخلاصة ومن سجد لهم ان اراد به التعظيم اى كتعظيم الله سبحانه كفر

"খোলাছা কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার ন্যায় তাজিমের নিয়ত করিয়া ছেজদা করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে"।

জামেয়োর-রমুজ, ৫৩৫ পৃষ্ঠাঃ—

وفی اکراہ المبسوط ان من سجد غیر الله علی وجه التعظیم کفر

"মবছুত কেতাবের 'একরাহ' অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাজিমের উদ্দেশ্যে ছেজদা করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

দোররোল্-মোখতার, ৪/৫৫ পৃষ্ঠাঃ—

هل یکفر ان علی وجه العبادة والتعظیم کفر

"এই ছেজদাতে কি কফের হইবে? যদি এবাদত এবং তাজিমের নিয়তে করে, তবে কাফের হইবে।" বাহরোর-রায়েকের ৮/১৯৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায়, মোল্লা মিছকিনের ২৮০ পৃষ্ঠায়, আবুল মাকারেমের ৩/১৬৬ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ৪/৯৩ পৃষ্ঠায়, জামেয়োল ফছুলায়েনের ২/৩১৫ পৃষ্ঠায়, ও শামির ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তাজিমের নিয়তে ছেজদা করিলে কাফের হইতে হয়।

শামি ৫/১২৮ পৃষ্ঠা ও কেফায়া ৩/৫২২ পৃষ্ঠাঃ—

"যদি কোন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যাক্তি কাহাকে বলে যে, তুমি ক্রুশকে ছেজদা কর, কিম্বা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে গালি দাও, নচেৎ আমি তোমার প্রাণ বধ করিব কিম্বা হস্তপদ কাটিয়া ফেলিব, ইহাতে যদি তাহার অন্তরে আল্লাহতায়ালার ছেজদা ও অন্য মোহাম্মদের গালির কথা উদয়

হইয়া থাকে এবং সে ব্যাক্তি উক্ত প্রকার নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে কাফের হইয়া যাইবে; যেহেতু সে যে বিপদে পতিত হইয়াছিল, উহার উদ্ধারের পথ তাহার পক্ষে পরিস্কার হইয়াছিল, ইহা সত্ত্বেও সে উক্ত পথ অবলম্বন করিল না। এইরূপ যদি কেহ কোন মুসলমানকে প্রাণবধের ভয় দেখাইয়া অন্যকে তাজিমের ছেজদা করিতে বলে, তবে সে আল্লাহতায়ালার ছেজদা করার নিয়ত করিবে, নচেৎ সে কাফের হইবে। এই মর্ম্মে তাহারা লিখিয়াছেনঃ—

قال فى المبسوط وهذى المشئلة تدل على ان السجود ولغير الله تعالىٰ على وفه التعظيم كفر

"মবছুত কেতাবে আছে, এই মছলা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যকে তাজিমের উদ্দেশ্যে ছেজদা করা কাফেরি।"

দোররোল-মোখতার, ৪/৫৫ পৃষ্ঠাঃ—

وكذا مايفعلونه من تقبيل الارض بين يدى العلماء العظماء فحرام والفعل والراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن

এইরূপ লোকে আলেমগণের এবং বোজর্গগণের সম্মুখে যে জমি চুম্বন করিয়া থাকে, উহা হারাম, এইরূপ কার্য্যকরী এবং যে ব্যক্তি উহার উপর রাজি থাকে, উভয়ে গোনাহগার হইবে, কেননা ইহা প্রতিমা পূজার তুল্য। এইরূপ আলমগিরির ৫/৪০৪ পৃষ্ঠায়, মোল্লা মিছকিনের ২৮০ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ৪/৯৩ পৃষ্ঠায়, আবুল মাকারেমের ৩/১৬৬ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায়, ও বাহারোর-রায়েকের ৮/১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আলমগিরি ২/৩০৮ পৃষ্ঠাঃ—

اما تقبيل الارض فهو قريب من السجود الا انه اخف من وضع الخد والجبين على الارض كذا فى الظهيرية

"জমি চুম্বন করা ছেজদার নিকট নিকট, কিন্তু উহা চেহরা ও ললাট জমিতে রাখা অপেক্ষা একটু হালকা, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে"।

ফেকহে আকবরের টীকা, ২৩৮ পৃষ্ঠাঃ—

واما تقبيل الارض فهو قريب من السجود الاان وضع الجبين او الخد على الارض افحش واقبح من تقبيل الارض اقول وضع الجبين اقبح من وضع الخد

জমি চুম্বন করা ছেজদার নিকট নিকট, কিন্তু ললাট কিম্বা চেহরা জমিতে রাখা জমি চুম্বন অপেক্ষা সমধিক মন্দ। আমি বলি, ললাট রাখা চেহরা রাখা অপেক্ষা গুরুতর।

শামি ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠাঃ—

ظاهر كلامهم اطلاق السجود على هذا التقبيل

ফকিহগণের কথার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, তাহারা এই জমি চুম্বনকে ছেজদা বলিয়াছেন। কেফায়ার ৪।৯৩ পৃষ্ঠায়, বাহরোর রায়েক ৮।১৯৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায়, ও আবুল মাকারেমের ৩/১৬৬ পৃষ্ঠায় এই জমিচুম্বন করাকে ছেজদা বলা হইয়াছে।

তাহতাবি ৪/১৯২ পৃষ্ঠাঃ—

(قوله لانه يشبه عبادة الوثن) من حيث ان فيه صورة السجود لغير الله تعالى

জমি চুম্বন করা প্রতিমা পূজার তুল্য বলা হইয়াছে, যেহেতু উহাতে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের ছেজদার স্বরূপ হয়।

ইহাতে বুঝা গেল যে, জমিতে ললাট কিম্বা চেহারা রাখিলে, যেরূপ ছেজদা হয়, সেইরূপ জমি চুম্বন করাতেও ছেজদা হয়।

এক্ষনে কদমবুছি করার মসলা আলোচ্য বিষয়। হজরত নবি (ছাঃ) হইতে কদমবুছি করা সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বিদ্বানগণের বিচারে জইফ বা বাতীল কেবল আবুদাউদের একটি হাদিছ সহিহ, কিন্তু তেরমেজি শরিফের একটি সহিহ হাদিছে আছে;—

قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحنى له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال افياخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذى

"এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমাদের একে নিজের ভাই কিম্বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, ইহাতে কি সে তাহার জন্য মস্তক ও পৃষ্ঠ নত করিবে কি? হজরত (ছাঃ) বলিলেন না। সে ব্যক্তি বলিল, তবে কি সে তাহার সহিত মোয়ানাকা করিবে, কিম্বা তাহাকে চুম্বন করিবে? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, 'না'। সে বলিল, তবে কি তাহার হাত ধরিয়া মোছাফাহা করিবে? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, 'হাঁ'। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত

করিয়াছেন। মেশকাত, ৪০১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হজরতের এক হাদিছে কদমবুছি জায়েজ হওয়া বুঝা যায়, ইহা ফেলি হাদিছ, কিন্তু অন্য হাদিছে উহা নাজায়েজ হওয়া বুঝা যায়, ইহা কওলি হাদিছ, আর কওলি হাদিছ অগ্রগন্য হইয়া থাকে। এই জন্য ফকিহগণ কদমবুছি সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন।

আলমগিরি, ৫/৪০৪ পৃষ্ঠাঃ—

طلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه الى ذلك عند البعض و ذكر بعضهم يجيبه الى ذلك

"কোন ব্যক্তি একজন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন তাহার দিকে পা লম্বা করিয়া দেন, এই হেতু যে, সে উহা চুম্বন করিতে পারে, এক্ষেত্রে কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে তাঁহাকে পালম্বা করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না এবং তিনি উক্ত ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে দিবেন না। আর কতক বিদ্বান উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহাকে উহা করিতে দিবেন"।

আশেয়াতোল-লাময়াত ৪/২৩ পৃষ্ঠা ও জামেয়োর-রমুজ ৫৩৫ পৃষ্ঠায় আছে, এরূপ অবস্থায় তিনি পা চুম্বন করিতে দিতে পারেন না। কিনইয়া কেতাবে উহা জায়েজ বলা হইয়াছে।

মজাহেরল-হক ৪/৬৩ পৃষ্ঠা;—

উক্ত হাদিছে কদমবুছি করা জায়েজ হওয়া বুঝা যায়; কিন্তু ফকিহগণ কদমবুছি করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত হাদিছের উত্তরে বলেন, কদমবুছি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্য খাস ব্যবস্থা কিম্বা নুতন

ইসলামে ইহা হইয়া থাকিবে, (পরে নিষেধ হইয়াছে)। মূলকথা কদমবুছি না করা যে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উপোরোক্ত এবারাতে পা লম্বা করিয়া কদমবুছি করিতে সুযোগ দেওয়ার কথা আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে কদমবুছি করিতে মস্তক ঝুকাইতে না হয়, উহা লইয়া মতভেদ হইাছে,কিন্তু যদি কদমবুছি করিলে, রুকু পরিমাণ ঝুকিতে হয় বা ছেজদার ন্যায় পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িতে হয়, তবে উহা নাজায়েজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মেরকাত, ৪/৫৭৬ পৃষ্ঠা;—

فانه فی معنی الرکوع وهو کالسجود من عبادة الله سبحانه

"নবি (ছাঃ) মস্তক ও পৃষ্ঠ ঝুকাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা উহা রুকুর তুল্য, আর রুকু ছেজদার ন্যায় আল্লাহ পাকের এবাদত"।

আসেয়াতোল্লাময়াত, ৪/২৪ পৃষ্ঠা;—

در مطالب المومنين از شیخ ابو منصور نقل کرده که گفت اگر بوسه دهد یکی پیش یکی زمین را یا پیشت دو تا کند یا سر نگون گرداند کافر نگردد بلکه اثم است وبعض از مشائخ در منع ازان تغلیظ وتشدید بسار کرده اند وگفته کاد الانحناء ان یکون کفرا

"মাতালেবোল-মোমেনিন কেতাবে শাএখ আবু মনছুর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে জমি চুম্বন

করে, কিম্বা পৃষ্ঠদেশ অথবা মস্তক অবনত করে, তবে কাফের হইবে না, বরং গোনাহগার হইবে। কতক বিদ্বান মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করা নিষেধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনত করা প্রায় কাফেরী কার্য্য।"

শামি, ৫/৩৭ পৃষ্ঠা, জামেয়োর-রমুজ, ৫৩৫ পৃষ্ঠা, মাজমায়োল-আনহোর ও মোলতাকাল-আবহোর, ২/৫৪২ পৃষ্ঠা;—

فى الزاهدى اليماء فى السلام الى قريب الركوع كالسجود

"জাহেদীতে আছে, ছালাম করা কালে রুকুর নিকট নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য"।

মাজমায়োল-আনহোর, উক্ত পৃষ্ঠা;—

يكره الانحناء لانه يشبه فعل المجوس

"মস্তক ঝুকান মকরুহ (তহরিমি), কেননা উহা অগ্নি-পূজাকদের কার্য্যের তুল্য"।

আর বাহরোর-রায়েকের ৮/১৯৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ৪/৯৩ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল-মোখতারের ৪/৫৫ পৃষ্ঠায় ও তাহতাবির ৪/১৯২পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, জমি চুম্বন করাতে ছেজদার স্বরূপ হয় এবং উহা প্রতিমা-পুজার তুল্য। এক্ষণে ছেজদার ন্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কদমবুছি করা যে ছেজদা ও প্রতিমা-পূজার তুল্য নিষিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

যাহারা জেকর করিতে করিতে নর্ত্তন-কুর্দ্দন, লাফালাফি, মারামারি, চড়াচড়ি, কিলাকিলি, কামড়াকামড়ি, দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গি ও গলা

টিপাটিপি করে, ঘরের আড়ার উপর উঠে, কখন অচৈতন্য ও উন্মত্ত হইয়া পড়ে, জাল পীর মুরিদগণকে এইরূপ কাণ্ড-কালাপ করিতে নিষেধ করেন না। ইহা কি শরিয়তের খেলাফ নহে?

উত্তর

তফছিরে-জোমাল, ৩/১০৭ পৃষ্ঠাঃ–

فى القرطبى وسئل الامام ابوبكر الطرطوشى ما يقول سيدنا الفقيه فى جماعة يجتمعون ويكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد ﷺ ثم انهم يضربون بالقضيب على شئ من الطبل ويقوم بعضهم يرقص ولتواجد حتى يقع مغشيا عليه يحضرون شيأ يأكلونه فهل الحضور معهم جائز ام لاافتونا رحكم الله

الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الاسلام الاكتاب الله وسنة رسوله ﷺ والرقص والتواجد فاول من احدثه السامرى لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهودين الكفار وعباد العجل

" কোরতবিতে আছে, এমাম আবুবকর তরতুশীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল— আমাদের অগ্রণী ফকিহ উক্ত দল সম্বন্ধে কি বলেন--যাহারা সমবেত হইয়া অধিক পরিমাণ আল্লাহতায়ালার জেকর ও (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সমালোচনা করে, তৎপরে তাহারা ঢোল বাজাইতে থাকে, তাহাদের কতক লোক নর্ত্তন কুর্দ্দন ও ছটফট করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তথায় তাহাদের ভক্ষণ করার জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া জায়েজ হইবে কি না? আপনারা আমাদিগকে উহার সম্বন্ধে ফৎওয়া প্রদান করুন, আপনাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন।

উত্তরঃ— আল্লাহ তোমার উপর রহমত করুন। এইরূপ সুফিদিগের মত বাতীল, মূর্খতা ও গোমারাহি। খোদার কোরআন ও তাঁহার রাছুলের ছুন্নত ব্যতীত ইসলাম অন্য কিছুই নহে। ছামিরির দল প্রথমেই নর্ত্তন কুর্দ্দন ও ছটফট করার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল - যে সময় ছামিরি তাহাদের জন্য শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সময় তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে নাচানাচি ও লাফালাফি করিয়াছিল, ইহা কাফের ও গোবৎস-পূজকদের রীতি।"

তফছিরে-কবির, ৭/২৪৭ পৃষ্ঠাঃ—

عن قتادة انه قال القرآن دل على إن اولياء الله موصوفون بانهم عند المكاشفات والمشاهدات تارة تقشعر جلودهم واخرى تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله وليس فيه ان عقولهم تزول وان اعضائهم تضطرب فدل هذا على ان تلك الاحوال لوحصلت لكانت من الشيطان

কাতাদা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, কোর-আন শরিফ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, অলিউল্লাহগণের লক্ষণ এই যে, মোকাশাফা ও মোশাহাদার সময় একবার তাহাদের শরীরের লোম শিহরিয়া উঠে এবং অন্যবার আল্লাহতায়ালার জেকরের জন্য তাহাদের চর্ম্ম ও হৃদয় কোমল হইয়া যায়, আর উক্ত কোর-আন শরিফে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, তাহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং তাহাদের শরীর বিকম্পিত হয়, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, যদি এই অবস্থাগুলি সংঘটিত হয় (অর্থাৎ জ্ঞান রহিত হয় এবং শরীর বিকম্পীত হয়) তবে নিশ্চয় উহা শয়তান কর্ত্তৃক হইবে"।

তফছিরে-মায়ালেম, ৬/৬১ পৃষ্ঠাঃ—

هذا نعت اولياء الله نعتهم الله بان تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله لم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم انما ذلك فى اهل البدع وهو من الشيطان عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي اسماء بنت ابى بكر كيف كان اصحاب رسول ﷺ يفعلون اذا قرئ عليهم القرأن قالت كانوا كما نعتهم الله عزوجل تدمع اعينهم وتقشعر جلودهم قال فقلت لها ان ناسا الين اذا قرئ عليهم القرأن خر احدهم مغشيا عليه فقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"ইহা অলিউল্লাহ দিগের লক্ষণ, আল্লাহ তাঁহাদের লক্ষণ প্রকাশে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং খোদার জেকরে তাঁহাদের অন্তর শান্তিপ্রাপ্ত হয়। খোদা তাঁহাদের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই যে, তাহারা হতজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহা বেদায়াতি সম্প্রদায়ের মধ্যে হইয়া থাকে,ইহা শয়তান কর্ত্তৃক হয়।

হজরত ওরওয়ার পুত্র, জোবাএরের পৌত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আমার দাদি (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) র কন্যা আছমা (রাঃ) কে বলিয়াছিলাম যে, যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের নিকট কোর-আন পাঠ করা হইত, তাঁহারা কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, মহিমান্বিত ও মহা গৌরবান্বিত আল্লাহ তাঁহাদের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সেইরূপ ভাবাপন্ন হইতেন - তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইত এবং তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠিত। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, বর্ত্তমানকালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যখন তাহাদের নিকট কোর-আন পাঠ করা হয়, তখন তাহাদের কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি খোদার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"।

তফছিরে-খাজেন, ৬/৬১ পৃষ্ঠাঃ—

روى ان ابن عمرؓ مر برجل من اهل العراق ساقط فقال ما بال
هذا قالوا انه اذا قرئ عليه القرأن اوسمع ذكر الله سقط فقال
ابن عمر انا نخشى الله وما نسقط وقال ابن عمر ان الشيطان
يدخل فى جوف احدهم ما كان هذا صنيع اصحاب محمد ﷺ
وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون اذا قرئ عليهم القرأن
فقال بيننا وبينهم ان يقعد احدهم على ظهر بيت باسطا
رجيله ثم يقرأ عليه القرآن من اوله الى اخره فان رمى بنفسه
فهو صادق

রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, নিশ্চয় (হজরত) এবনো ওমার (রাঃ) একজন এরাকবাসি ভূপতিত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইহার অবস্থা কি? লোকে বলিল, যখন তাহার নিকট কোর-আন পাঠ করা হয়, অথবা সে আল্লাহ্‌র জেক্‌র শ্রবণ করে, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে (হজরত) এবনো-ওমার (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমরা খোদার ভয় করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা ভূ-পতিত হই না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে কাহারও উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে, কারণ ইয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের কার্য্য ছিল না।

(হজরত) এবনো-ছিরিনের নিকট, যাহাদের উপর কোর-আন পাঠ করা হইলে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তাঁহাদের সমালোচনা করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হউক যে, তাহাদের কেহ গৃহের উপরিভাগে (উর্দ্ধ চুড়ে বা ছাতে) দুইপদ বিস্তার পুর্ব্বক উপবেশন করুক, তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোর-আন পাঠকরা হউক, ইহাতে যদি সে ব্যক্তি আপনাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে সত্যবাদী"।

তফছিরে-কাশ্যাফ, ১/৩০১ পৃষ্ঠা;—

عن الحسن زعم اقوام على عهد رسول الله ﷺ انهم يحبون الله فاراد ان يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه واذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكره ويطرب وينعر ويصعق فالا تشك فى انه لا يعرف ما الله ولا يدرى ما محبة الله وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته الا لانه تصور فى نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله وعادته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها

"হাছান (বাসারি) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, (হজরত) নবি (ছাঃ) এর জামানায় কয়েকদল ধারণা করিত যে, নিশ্চয় তাহারা খোদার প্রেম করিয়া থাকে, সেই হেতু খোদা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহারা যেন স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা তাহাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ করে।

যে ব্যক্তি খোদার মহব্বতের দাবি করে, অথচ তাঁহার রাছুলের সুন্নতের খেলাফ করে, সে ব্যক্তি বড় মিথ্যাবাদী এবং খোদার কোর-আন তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতেছে। যে সময় তুমি এরূপ লোককে দেখিতে পাও যে, সে খোদার প্রেমের আলোচনা করিতেছে, অথচ জেকরের সহিত দুই হস্তে তালি দেয়, আনন্দ প্রকাশ করে, নৃত্য ও চীৎকার করে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তখন তুমি ইহাতে সন্দেহ করিও না যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি জানে না যে, আল্লাহ কে? এবং সে ইহাও জানে না যে, আল্লাহর মহব্বত কি? তাহার দুই হস্তে তালি দেওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা, চীৎকার করা ও অচৈতন্য হওয়াই বা কি? নিশ্চয় সে ব্যক্তি একটি রূপ-লাবণ্যময়ী প্রণয়িনীর রূপ নিজ অপবিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়াছে এবং নিজ অজ্ঞতা ও স্বাভাব হেতু উহাকে খোদা নামে অভিহিত করিয়াছে, তৎপরে উহার চিন্তায় তালি বাজায়, আনন্দ প্রকাশ করে, চীৎকার করে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

তলবিছে ইবলিছ, ৩৬৭ পৃষ্ঠাঃ—

عن الحسن انه وعظ يوما فتنفس رجل فى مجلسه فقال له الحسن ان كان الله فقد شهرت نفسك وان كان لغير الله فقد هلكت وقال الفضيل بن عياض لابنه وقد سقط يابنى لئن كنت صادقا لقد فضحت نفسك ولئن كنت كاذبا لقد هلكت نفسك

"হাছান (রাঃ) এক দিবস ওয়াজ করিয়াছিলেন, ইহাতে এক জন লোক তাহার মজলিসে উচ্চনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তৎশ্রবণে হাছান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি উহা আল্লাহতায়ালার জন্য করিয়া থাক, তবে নিজেকে প্রসিদ্ধ করিলে। আর যদি তাঁহা ব্যাতীত (অন্য উদ্দেশ্যে) করিয়া থাক, তবে নিশ্চয় বিনষ্ট হইলে।

ফোজায়ল বেনে এয়াজ তাহার পুত্রকে ভুলুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রিয় পুত্র, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে নিশ্চই তুমি নিজেকে লাঞ্ছিত করিলে। আর যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে নিশ্চয় নিজেকে বিনষ্ট করিলে"।

আলমগিরি ৫/৩৮৮ পৃষ্ঠা:—

عن جواهر الفتاوى قال السماع والقول والرقص الذى يفعله المتصوفة فى زماننا حرام لا يجوز القصد اليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء

"জওয়ারোল ফাতোওয়াতে আছে, বর্ত্তমান জামানার ছুফিগণ সঙ্গীত, কাওয়ালি ও নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া থাকে উহা হারাম। তথায় গমন করা ও উপবেশন করা জায়েজ নহে। উহা ও সঙ্গীতবাদ্য একই সমান।"

শামি, ৩/৪৭৫ পৃষ্ঠা;—

وقد نقل في البزازية عن اجماع الائمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص قال رأيت فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والدين الكرماني ان مستحل الرقص كافر

"বজ্জাজিয়া কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্য হারাম হওয়ার প্রতি এমামগণ এজমা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি শায়খোল ইসলাম জালালের মিল্লাতে অদ্দীন কেরমানির ফৎওয়ায় দেখিয়াছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি নর্ত্তন কুর্দ্দন করা হালাল জানে, সি ব্যক্তি কাফের হইবে"।

এরশাদোত্তালেবিন, ২৭১ পৃষ্ঠা;—

وبعضی ازین بدبختان سرود وملاهی راحلال دانند عگویند که
لایان عاشقانیم این محض کفر است (تاکه) رقص کنند
وشعریده حال پیدا کنند وگویند که مارا حال دست داده است
ودرین میان ایشان راچیزی از غیب مکاشفه می شود چنانچه
بهشت ودوزخ دکرسے وعرش واین همه اطوارات شیطانی
است ودر شرح مشارق مسطور است که رقص حرام اتفاقی
سد ودروقائع البدعت اورده است که شیطان انگشت خودرا
دردبر ان کس می کند پس او مست میشود بستی شیطان
وگریه اغازمیکند ونعره میزند وبر زمین می افتد وعامه خلق ایشان
راعاشق میدانند وحرام اتفاقی راحلال میدانند کافرمی شوند

"কতক হতভাগ্য লোক গীত ও বাদ্য হালাল জানে এবং বলিয়া থাকে যে, আমরা প্রেমিক, কিন্তু ইহা খাঁটি কাফেরী। বরং তাহারা নাচানাচি করে, উন্মত্তভাব প্রকাশ করে এবং বলিয়া থাকে যে, আমাদের জজবা হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহারা বেহেশত, দোজখ, আরশ ও কুরছির ন্যায় কিছু অদৃশ্য বস্তু দেখিতে পায়, এই সমস্ত শয়তানের চক্র। মাশারেকের টীকায় লিখিত আছে যে, নর্ত্তন কর্দ্দন সর্ব্বাবাদি-সম্মতমতে হারাম। ওকায়েওল বেদয়াত কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শয়তান এইরূপ লোকের মলদ্বারে আপন আঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেয়, এইহেতু শয়তানের উন্মাদনায় সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, রোদন করিতে ও চীৎকার করিতে থাকে, জমিতে পড়িয়া যায়, সাধারণ লোকে তাহাকে প্রেমিক জানে, সর্ব্ববাদি-সম্মত হারামকে হালাল জানিয়া কাফের হইয়া যায়।

বড় পীর সাহেব ছেররোল আছরার কেতাবের ২/১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যাহা মক্কা শরিফে গুনইয়াতত্তালেবিনের হাশিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে;–

واما الحالية فانهم يقولون الرقص وضرب اليد حلال

"(বেদায়াতি) হালিয়া ফকিরেরা বলিয়া থাকে যে, নর্ত্তন কুর্দ্দন ও হাতে তালি বাজান জায়েজ আছে"।

তৃতীয় প্রশ্ন

স্ত্রীলোক মুরিদ হইলে, কতকস্থলে অতি উচ্চঃস্বরে জেকর করিতে থাকে, কখন জেকর করিতে করিতে অচৈতন্যা ও উলঙ্গিনী হইয়া পড়ে, ইহা জায়েজ কিনা? স্ত্রীলোকদের জেকরের মজলিশে উপস্থিত হওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর

মবছুত, ১/১৩৩ পৃষ্ঠা ঃ–

(ليس على النساء اذان ولا اقامة) لان المؤذن يشهر نفسه بالصعود الى اعلى المواضع ويرفع صوته بالاذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة

“স্ত্রীলোকদিগের উপর আজান ও একামত নাই, কেননা আজানদাতা উচ্চস্থানে আরোহন পূর্ব্বক নিজেকে প্রকাশ করিয়া থকে এবং আজানে উচ্চশব্দ করিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোক ফাছাদের আশঙ্কায় ইহা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।”

আরও মবছুত,৪/৩৪ পৃষ্ঠায় ঃ-

قال مشائخنا انها لاترفع صوتها بالتلبية ايضا لما فى رفع صوتها من الفتنة

“আমাদের ফকিহগণ বলিয়াছেন, নিশ্চয় স্ত্রীলোকে (হজ্জের এহরাম কালে) লাব্বায়কা বলিতে নিজের শব্দ উচ্চ করিবে না, কেননা তাহার শব্দ উচ্চ করাতে ফাছাদ হইয়া থাকে।”

হোদায়ার প্রথম খণ্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ঐরূপ লিখিত আছে। উহার হাশিয়ায় লিখিত আছে ঃ-

علله فى الكافى بان صوتها عورة وكذافى باب رفع

الصوت فى الاذان

স্ত্রীলোকের লাব্বায়কা বলিতে উচ্চশব্দ না করার ও উচ্চশব্দে আজান না দেওয়ার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে কাফি প্রণেতা বলিয়াছেন যে, তাহার শব্দ আওরত (গোপনীয় বস্তু)।

প্রথম খণ্ডে হেদোয়ার ৭৫ পৃষ্ঠায় হাশিয়ার নেহায়া কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ-

والمرأة منهية عن رفع الصوت لان فى

صوتها فتنة ولذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم التسبيح

للرجال والتصفيق للنساء

স্ত্রীলোক উচ্চশব্দ করিতে নিষেধাজ্ঞা পাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু তাহার আওয়াজে ফাছাদ আছে, এই হেতু নবি (ছাঃ) "নামাজির সম্মুখ দিয়া গমন করিতে নিষেধ করিতে পুরুষ লোকদের জন্য তছবিহ ও স্ত্রীলোকদের জন্য হস্তে তালি বাজান ব্যবস্থা দিয়াছেন।" এইরূপ তবইন কেতাবে ১/৯৪ পৃষ্ঠায় লিখির আছে।

মারাকিল ফালাহ, ১১৫ পৃষ্ঠা ঃ-

لانها ان خفضت صوتها اخلت بالاعلام وان رفعته

ارتكبت معصية لانه عورة

কেননা স্ত্রীলোক যদি অস্পষ্ট শব্দে আজান দেয়, তবে সংবাদ প্রদানে বিঘ্ন ঘটিবে, আর যদি উচ্চ শব্দ করে, তবে গোনাহ করিবে, কেননা উক্ত আওয়াজ আওরত।

হেদায়ার টীকা আয়নি, ১/৫৫৭ পৃষ্ঠা :-

لانها ان رفعت صوتها ارتكبت حراما

"স্ত্রীলোক যদি উচ্চশব্দ করিল, তবে হারাম কার্য্য করিল।"

উক্ত টীকা, ২/১৪৭৯ পৃষ্ঠা :-

قال ابو عمر جمع العلماء على ان السنة فى المرأة ان لاترفع صوتها بالتلبية لان صوتها عورة و عند البعض ان لم يكن عورة فهى مشتهى

"আবু ওমার বলিয়াছেন, বিদ্বান্‌গণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সুন্নত এই যে, লাব্বায়কা বলিতে উচ্চশব্দ করিবে না, কেননা তাহার শব্দ আওরত, কতক বিদ্বানের মতে উহা আওরত না হইলেও কাম উৎপাদক।"

সরহে-বেকায়ার হাশিয়া চলপি ৩৫ পৃষ্ঠা :-

لانها ان رفعت صوتها فقد باشرت منكر الان صوتها عورة

"স্ত্রীলোক যদি নিজের শব্দ উচ্চ করিল, তবে গোনাহ করিল, কেননা তাহার আওয়াজ অওরত।"

তাহতাবি, ১/১৬৯ পৃষ্ঠা ঃ-

(تصفق) اى او تشير ولا تسبح ولا تجهر بالقرأة لان صوتها عورة او فتنة

"স্ত্রীলোকে হাতে তালি দিবে কিম্বা ইশারা করিবে, তছবিহ পড়িবে না এবং উচ্চশব্দে কেরাত করিবে না, কেননা তাহার শব্দ আওরত কিম্বা অশান্তিজনক। অর্থাৎ যদি নামাজি স্ত্রীলোকের সম্মুখ দিয়া কেহ গমন করে, তবে, স্ত্রীলোক হাতে তালি দিয়া কিম্বা ইশারা করিয়া নিষেধ করিবে।"

শামি, ১/৫২৬/৫২৭ পৃষ্ঠাঃ—

ولا تكبير تشريق ولا تجهر فى الجهرية بل لو قيل بالفساد بجهرها لا مكن بناء على ان صوتها عورة

" স্ত্রীলোক তকবিরে-তশরিক বলিবে না এবং জহরিয়া নামাজে উচ্চশব্দে কোর-আন পড়িবে না, বরং স্ত্রীলোকের শব্দ আওরত, এই রেওয়াএতের উপব নির্ভব করিয়া তাহার উচ্চশব্দে কেরাত করায় যদি তাহার নামাজ নষ্ট হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যায়, তবে সঙ্গত হইবে"।

শামী, ১/৪৩১ পৃষ্ঠা;—

فى النوازل نغمة المرأة عورة -- قال عليه الصلوة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعها الرجال اه وفى الكافى ولا تلبى جهرا لان صوتها عورة ومشى عليه فى المحيط فى باب الاذان بحر قال فى الفتح وعلى هذا لوقيل اذا جهرت بالقرأة فى الصلوة فسدت كان متجها اه أقره البرهان الحلبى فى شرح المغية الكبير وكذافى الامداد ثم نقل عن خط العلامة المقدسى ذكر الامام ابو العباس القرطبى ولا يظن من لا فطنة عنده انا اذا قلنا صوت المرأة عورة انا

نريد بذلك كلامها لان ذلك ليس بصحيح فانا نجيز الكلام مع النساء للاجانب ومحاورتهن عند الحاجة الى ذلك ولا نجيز لهم رفع الصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما فى ذلك من استمالة الرجل اليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز ان توذن المرأة اه

নাওয়াজেল কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকের নরম স্বর আওরত, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, পুরুষদিগের জন্য তছবিহ পাঠ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য হস্তে তালি বাজান স্থিরীকৃত হইল, কাজেই পুরুষের পক্ষে উক্ত স্বর শ্রবন করা অনুচিত। কাফি কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকে উচ্চশব্দে লাব্বায়কা বলিবে না, কেননা তাহার কণ্ঠস্বর আওরত। মুহিত কেতাবে আজানের অধ্যায়ে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাবাহরোর-রায়েকে আছে। ফৎহোল-কদিরে আছে, এই হিসাবে যদি বলা হয় যে, স্ত্রীলোক নামাজে উচ্চশব্দে কেরাত করিলে, তাহার নামাজ ফাছেদ হইবে, তবে যুক্তিযুক্ত হইবে। বোরহান-হালাবি মনইয়ার কবীর নামক টীকায় উক্ত মত অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপ এমদাদ কেতাবে আছে। তৎপরে তিনি আল্লামা মোকাদ্দছির পত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম আবুল আব্বাছ কোরতবি উল্লেখ করিয়াছেন, অজ্ঞান লোকে যেন ইহা ধারণা না করে যে, যখন আমরা বলি যে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আওরত, তখন তাহার কথা মর্ম্ম গ্রহন করি, কেননা ইহা সহিহ নহে, যেহেতু বেগানা পুরুষদের আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলা জায়েজ মনে করি। তাহাদের পক্ষে উচ্চ শব্দ করা লম্বা সুরে , মেহিন সুরে ও খণ্ড খণ্ড ভাবে কথাবার্ত্তা বলা জায়েজ ধারণা করি না, কেননা ইহাতে পুরুষদের মন তাহাদের দিকে আকর্ষণ ও পুরুষদের কামশক্তি উত্তেজিত করা হয়, এই হেতু স্ত্রীলোকের আজান দেওয়া নাজায়েজ হইয়াছে"।

এইরূপ মারাকিল-ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবীর ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

বাহরোর-রায়েকের ১/২৭০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কথাগুলির পরে লিখিত আছে;—

فی شرح المنية الشبه ان صوتها ليس بعورة وانما يؤدى الى الفتنه كما علل به صاحب الهداية وغيره فی مسئلة التلبية ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الاجانب ان يكون عورة

"মনইয়ার টীকায় আছে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর সমধিক যুক্তি যুক্তমতে আওরাতে নহে, উহা ফাছাদ সৃষ্টি করে, যেরূপ হেদায়া প্রণেতা প্রভৃতি লাব্বাএকাবলার মসলায় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেগানা লোকদের সমক্ষে স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দ করা হারাম, ইহাতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আওরত হওয়া সপ্রমাণ হয় না"।

মূলকথা, স্ত্রীলোকদের উচ্চশব্দ করা হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু কি কারণে হারাম হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তাহাদের কণ্ঠস্বর আওরত (গোপনীয় বিষয়), এই হেতু উচ্চ শব্দকরা হারাম। অন্যদল বলেন, উহা গোপনীয় বিষয় না হইলেও ফাছাদ সৃষ্টি করে, পুরুষের মন আকর্ষণ করে, এই হেতু উহা হারাম।

এই কারণে স্ত্রীলোকেরা নামাজে উচ্চশব্দে কেরাত পড়িতে পারে না, উচ্চশব্দে লাব্বায়কা বলিতে পারে না, আজান, একামত দিতে পারে না ও তকবিরে-তশরিক পড়িতে পারে না, নামাজে কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, তছবিহ পড়িয়া ব্যাক্ত করিতে পারে না। ইহাতে সপ্রমাণ হইল যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশব্দে জেকের করা হারাম।

মোছাল্লামে লিখিত আছে ঃ-

مقدمة الحرام حرام

দোর্‌রোল-মোখতারে আছে;-

وكل ما ادى الى مالا يجوزلا يجوز

"যে কার্য্যে হারামের উৎপত্তি করে, তাহাও হারাম।' ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে পীর স্ত্রী লোকদিগকে এরূপ জেকের শিক্ষা দেয় যে, উহাতে তাহার অচৈতন্য হইয়া চীৎকার করিয়া গ্রমবাসিদিগকে কণ্ঠস্বর শুনইতে থাকে, এরূপ জেকর নিষিদ্ধ ও হারাম হইবে। জেকর জায়েজ হইলেও যখন উহা হারাম কার্য্যের সৃষ্টি করে, তখন উহা নিশ্চয় নাজায়েজ হইবে।

প্রত্যক্ষ দর্শীরা বলিয়াছেন, উক্ত পীর এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া মিলাদ শরীফ পড়িতে লাগিল, মুরিদা স্ত্রীলোকেরা উহা শুনিতে লাগিল, পীর মোনাজাত কালে হা হু করিতে লাগিল, অমনি স্ত্রীলোকেরা উন্মত্ত হইয়া এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে, গ্রামের লোকেরা তাহাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকেরা বহুক্ষণ উলঙ্গাবস্থায় অচৈতণত হইয়া পড়িয়াছিল, অপর স্ত্রীলোকেরা চপেটাঘাত করিলে, তাহাদের চৈতন্য সঞ্চার হয়। এহেন শয়তানি রীতি কি কেয়ামতের লক্ষণ নহে?

বাহরোর-রায়েক, ১/৩৫৮ পৃষ্ঠা;-

فى الكافى والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلان يكرحضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء اولى ذكره فخر الاسلام

কাফি কেতাবে আছে, ফাছাদ প্রকাশ হওয়ার জন্য (স্ত্রীলোকের) সমস্ত

নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া মকরুহ, বর্ত্তমান জামানায় এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যখন নামাজের জন্য (তাহাদের) মছজিদে উপস্থিত হওয়া মকরুহ হইল, তখন ওয়াজের মজলিশ সমূহে বিশেষতঃ এইরূপ নিরক্ষরদিগের নিকট উপস্থিত হওয়া — যাহারা আলেমদিগের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, যুক্তি যুক্ত মতে মকরুহ হইবে।

আরও, ৩৫৯ পৃষ্ঠা;—

وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لايأذن لها ولا تحرج ولو اذن وخرجت كانا عاصيين

"তদ্ব্যতীত গরমহরমদিগের সাক্ষাৎ করিতে, পীড়ীতের সেবা শুশ্রূষা করিতে এবং অলিমায় যোগদান করিতে স্ত্রীকে অনুমতি দেয় এবং অলিমায় যোগদান করিতে স্ত্রীকে অনুমতি দিবে না এবং স্ত্রী বাহির হইবে না, যদি স্বামী অনুমতি দেয় এবং স্ত্রী তথায় গমন করে, তবে উভয়ে গোনাহগার হইবে।"

দোর্রোল-মোখতার,৪২ পৃষ্ঠা;—

ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيدو وعظ مطلقا

"স্ত্রী লোকদের জুমা, ঈদ ও ওয়াজ হইলেও প্রত্যেক সময় জামায়াতে উপস্থিত হওয়া মকরুহ।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা গেল যে, স্ত্রীলোকদের জেকরের মজলিশে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ।

চতুর্থ প্রশ্ন।

মুরিদা স্ত্রীলোকেরা পীরজীর পায় হাত দিয়া ছালাম করিয়া থাকে, পীরজি অধিকাংশ সময় বাটির মধ্যে স্ত্রীমহলে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তাহার গা, হাত পা টিপিয়া দিয়া থাকে। পীরজী হাত ধরিয়া মুরিদ করিয়া থাকে, গৃহের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের লতিফা দেখাইয়া থাকে এবং নির্জ্জন গৃহে স্ত্রীলোককে জেকর শিক্ষা দিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কিনা?

উত্তর

সহিহ বোখারি (মিসরি ছাপা), ৪র্থ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা;—

عن عايشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الاية لايشركن بالله شيا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة

(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব নবি (ছাঃ) এই (সুরা মোমতাহেনার) আয়ত মৌখিক উচ্চারণ করতঃ স্ত্রীলোকদিগের নিকট বয়য়ত (অঙ্গিকার) গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, হজরতের হস্ত কোন স্ত্রীলোকের হস্ত স্পর্শ করে নাই।

এইরূপ সহিহ্ বোখারির ৩।১২৪।১২৫ পৃষ্ঠায় ও সহিহ্ মোছলেমের ২।১৩২ পৃষ্ঠায় তিনটি হাদিছ লিখিত আছে।

সহিহ নাছায়ি ২৮৩ পৃষ্ঠা;—

عن امية انها قالت اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نسوة من الانصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك .. هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لااصافح النساء انما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة

"ওমায়মা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আনছারী কতিপয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে নবি (ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত করা উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তৎপরে আমরা বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমরা এই এই শর্ত্তে আপনার নিকট বায়য়ত করিব, আপনি আসুন আপনার নিকট বয়য়ত করিব। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি স্ত্রীলোকদিগের হস্ত স্পর্শ করিনা, যেরূপ একটি স্ত্রীলোকের নিকট

মৌখিক অঙ্গীকার লইয়া থাকি, সেই রূপ শত স্ত্রীলোকের নিকট (মৌখিক অঙ্গিকার লইয়া থাকি)।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী সাহেব কওলোল-জমিলে লিখিয়াছেন, স্ত্রীলোককে মুরিদ করার সময় মোর্শেদ বস্ত্রের এক পার্শ্ব ধরিবেন এবং স্ত্রীলোকটি বস্ত্রের অন্য পার্শ্ব ধরিবেন, ইহা জায়েজ।

তেরমেজি ঃ–

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأة الاکان ثالثهما الشیطان

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সহিত নির্জ্জন বাস করিলেই শয়তান তাহাদের তৃতীয় হয়।”

ছহিহ্ তেরমেজি ঃ–

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاتلجوا علی المغیبات فان الشیطان یجری من احدکم مجری الدم

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা উক্ত স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করিও না, যাদের স্বামী অন্যস্থানে থাকে, কেন না শয়তান তোমাদের একের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।”

তফছিরে আজিজি, ১৭৮।১৭৯ পৃষ্ঠা;–

এবনো আবিদ্দুনইয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইবলিছ হজরত মুছা (আঃ) কে বলিয়াছিল যে, আপনি খোদার নিকট আমার তওবা কবুলের জন্য সুপারিশ করিবেন। হজরত মুছা (আঃ) তাহার আবদার মঞ্জুর করিয়া আল্লাহতায়ালার নিকট তাহার তওবা কবুলের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ বলিলেন, হাঁ যদি ইবলিছ অদমের গোরের দিকে ছেজদা করে, তবে আমি তাহার গোনাহ মাফ করিব। ইবলিছ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিল, যখন আমি জীবিত আদমকে ছেজদা করি নাই তখন মৃত আদমকে কিরূপে ছেজদা করিব? ইবলিছ বলিল, যখন আপনি আমার উপকার করিয়াছেন, তখন আমি আপনার কিছু উপকার

করিব। আপনি নিজের উম্মতকে সংবাদ দিন, তাহারা যেন তিন সময় আমা হইতে সতর্ক থাকে, কেন না এই তিন সময় আমি আদম সন্তানকে নষ্ট করিয়া থাকি। প্রথম ক্রোধের সময় — আমি সেই সময় রক্তের ন্যায় ধাবিত হই, মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ , জিহ্বা, হস্ত পদকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলি এবং যথা ইচ্ছা তৎসমস্তকে পরিচালিত করি।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় — আমি সেই সময় গৃহ, স্ত্রী ও সন্তানদের মমতা তাহার অন্তরে নিক্ষেপ করি এবং এই মমতায় অধির করিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করিতে বাধ্য করি।

তৃতীয় বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের নির্জ্জনবাস করার সময় - আমি সেই সময় স্ত্রীলোকটীকে সুসজ্জিতা করিয়া দেখাই এবং উভয়ের অন্তরে ব্যভিচারের কামনা বলবৎ করিয়া দিয়া থাকি।"

হজরত বড়পীর সাহেব (কোঃ) ছের্রোল অছরারের ২।১৬৯—১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

فاما مذهب الخلولية فانهم يقولون النظر الى بدن الجميلة والامر و حلال فيرتصون و يدعون التقبيل والمعانقة مباح وهذا كفر محض واما الشمرانية فانهم يحلن الدف دالطنبر وباقى الملاهى ولا حلال بينهم من جهة النساء وهم كفارو دمهم مباح واما الاباحية فانهم يتركون بالمعووف والنهى عن المنكر ويحلون الحرام ويبيحون النساء

"(বেদয়াতি) খলুলিয়া ফকিরেরা বলিয়া থাকে যে, সুন্দরী স্ত্রীলোক ও কিশোর বয়স্ক বালকদের দিকে দৃষ্টি পাত করা হালাল, তাহাদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মোবাহ হওয়ার দাবি করে এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া থাকে, ইহা খাঁটি কাফেরী।

শামরানিয়া ফকিরেরা দফ, তানপুরা ও অবশিষ্ট বাদ্য হালাল জানে এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের হালাল (হারাম) বলিয়া কোন ভেদাভেদ নাই। ইহারা কাফের এবং ইহাদের রক্তপাত করা হালাল।

(বেদয়াতি) এবাহিয়া ফকিরেরা সৎকার্য্যে আদেশ দেওয়া ও অসৎকার্য্যে নিষেধ করা ত্যাগ করিয়া থাকে। হারামকে হালাল জানে এবং স্ত্রীলোকদের খেদমতে মোবাহ জানিয়া থাকে।"

কোর-আন ছুরা আজহার ;—

وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

"নবি (ছাঃ) এর স্ত্রীগণ ইমানদারগণের মাতা।"

উক্ত ছুরা;—

وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ

"এবং তোমাদের পক্ষে নবি (ছাঃ) এর পরে তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত নিকাহ করা জায়েজ নহে।"

উক্ত ছুরা ;—

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

" এবং যখন তোমরা নবি (ছাঃ) এর বিবিগণের নিকট কোন সামগ্রী চাও , তখন পরদার অন্তরাল হইতে তাঁহাদের নিকট চাও।"

পাঠক, যে নবি (ছাঃ) এর বিবিগণ মুসলমানগণের মাতা, তাঁহাদের সহিত যখন মুসলমানগণের সাক্ষাৎ করা জায়েজ হইল না, তখন মুরিদা স্ত্রীলোকদের সহিত ফকিরজীর সাক্ষাৎ করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

দোর্রোল মোখতার ৪।৫২ পৃষ্ঠা;—

فلا يحل مس وجهها وكفها

"বেগানা স্ত্রীলোকের চেহারা ও হাত স্পর্শ করা জায়েজ নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, বেগানা স্ত্রীলোক মুর্শিদগণের পায় হাত দিয়া ছালাম করিলে এবং তাহাদের গা হাত টিপিয়া দিলে, মহা গোনাহগার হইবে। এইরূপ মোর্শেদগণ দাজ্জালের চেলা, ইহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

পঞ্চম প্রশ্ন

এক দল লোক বলেন, শরিয়ত পৃথক, আর তরিকত হকিকত ও মা'রেফাত পৃথক, শরিয়তপন্থী অ'লেমগণ তরিকতের কার্য্যকলাপের উপর আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না।

উত্তর

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ছাহেব 'মজমুয়া ফাতাওয়া'র ২য় খণ্ডে (৩৯৭—৩৯৯পৃষ্ঠায়) প্রশ্ন ও উত্তর রূপে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে উহার অনুবাদ লিখিত হইতেছে;—

কি বলেন হাদিছ তত্ত্ববিদ্ আলেম ও মুফতিগণ এ সম্বন্ধে যে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে ফরজ ও নফল নামাজগুলি, এ'তেকাফ, তারাবিহ, দুই ইদ ও জুমা' আদায় করে না, নর্ত্তনকারিণী স্ত্রীলোকদের নৃত্য দর্শন, সঙ্গীতকারি ফাছেকদের সঙ্গীত ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের বাদ্য শ্রবণ, এরূপ শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয় গুলিতে সংলিপ্ত থাকে, বেগানা স্ত্রীলোকদের সহিত নির্জ্জনে বাস করিয়া থাকে, ইহা সত্ত্বেও লোকে তাহাকে অলিয়ে-কামেল ও জামানার গওছ ধারণ করিয়া থাকে। যদিও কওলোলজমিলের ন্যায় অন্যান্য তাছাওয়ফের কেতাব পীর হওয়ার যে শর্ত্তগুলি লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদের একটি তাহার মধ্যে নাই, তথাচ হাজার হাজার লোক তাহার নিকট মুরিদ হইতেছে এবং ইহারা বলিয়া থাকে যে, আমাদের পীরের জাহিরি নামাজের দরকার নাই, উক্ত পীর বাতিনি নামাজ পড়িয়া থাকে এবং বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত নির্জ্জন বাস করায় তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এক্ষণে

জিজ্ঞাস্য এই যে, এই রূপ ব্যক্তি শরিয়ত ও তরিকতের নিয়ম অনুসারে জামানার ওলী ও গওছ হইতে পারে কিনা ? উল্লিখিত (পীরত্বের) শর্ত্তগুলি তাহার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা ? শরিয়ত ও তরিকতের দলীল অনুসারে প্রকাশ করিয়া ছওয়াবের অধিকারী হইবেন।

উত্তর

كمال دینی ودنیوی منحصر بر اتباع شریعت محمدیہ است وهر کہ بر جادۂ شرع مستقیم نیست نہ غوث خواهد شد نہ قطب وهر کہ گرید کہ ما را از شریعت ظاهر چہ کار ما از ارباب باطن ام آنکس زندیق ست واعتقاد باینچنین کس ومرید شدن باوباوجود فقدان شرائط ارادات هرگز هرگز داست نیست

দীন ও দুনইয়ার কামাল (বোজর্গি) শরিয়তে মোহাম্মদীর অনুসরণ করার উপর ন্যাস্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি শরিয়তের সরল পথের অনুগমী না হয়, সে ব্যক্তি গওছ হইতে পারে না এবং কোতব হইতেও পারে না। যে ব্যক্তি বলে যে, আমদের পক্ষে জাহেরি শরিয়তের কি অবশ্যক, অমরা ছাহেবে বাতেন (মা'রেফাতপন্থী), এইরূপ ব্যক্তি বড় কাফের, মুরিদ করার শর্ত্তগুলি না পাওয়ার জন্য তাহার নিকট মুরিদ হওয়া এবং এরূপ লোকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা কখনও জায়েজ হইতে পারে না।"

আরও লিখিত আছে;—

علامہ محمد بر کلی رومی در طریقہ محمدیہ میں نویسد ما یدعیه بعض المتصرف فی زماننا اذا انکر علیهم بعض امورهم المخالف للشرع ان حرمة ذلك فی العلم الظاهر وانا من أصحاب العلم الباطن وانه حلاله فيه وانكم تاخذون عن الكتاب إنا ناخذ من صاحبه يعنى محمدا عليه

الصلوة والسلام كله الحال واضلال اذفيه ازدراء بالشريعة المحمدية فالواجب على كل من سمع هذا المقال الامكار دلى قائله والهزم ببطلان مقاله بلاشك ولا تردد ولا توقف والا فهو من جملتهم ويحكم بالزندقة عليه وقد قال سيد البائفة الصوفية جنيد البغدادى الطرق كلها مسدودة الا من اقتفى اثر الرسول وقال ابو يشيد البسطامى لبعض اصحابه قم بنا حتى ينظر الى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مشهورا بالزهد فمضينا اليه فلما خرج رمى ببرافه الى جهة القبلة فانصرف ابو يزيد ولم يسلم عليه وقل هذا الرجل غير مامون على ادب من ادابرسول الله فكيف يكون مامونا على ما يدعيه من الكرامات وقال لو نظر تم الى رجل اعطى من الكرامات حتى يطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهى وحجظ المحدود النظر ايها العاقل الطالب للحق ان هؤلاء عظماء المشائخ وعلماء الطريقة وكبراء ارباب السلوك والحقيقة كلهم وعظمون الشريعة الشريفة ويبنون علومهم الباطمة على السرة الاحمدية والملة الحنفية فلا

يغرنك طامات الجهال المتنسكين وسطحهم الجاسدين المفسدين الضالين المضلين بعد ان كانوا زائغين عن الشرع القويم ومائلين عن الصراط المستقيم خارجين عن مناحج علماء الشريعة فالويل كل الويل لهم ولمن تبعهم وحسن امرهم فهم قطاع طريق الله سبحانه عن العابدين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون انتهى از اينجا واضح شدكه هركه بر جادهٔ شرع مستقيم نيست قابل بيعت واعتقاد نيست بلكه گمراه شده وگمراه كنندهٔ خلق الله است

"আল্লামা মোহম্মদ বারকামি রুমী 'তরিকায় মোহাম্মদী' কেতাবে লিখিতেছেন, বর্ত্তমান কালের কতক ছুফিদিগের কতিপয় শরিয়ত বিতুদ্ধ কার্য্যের প্রতি এনকার করিলে, তাহারা দাবি করিয়া বলিয়া থাকে যে, উহা জাহিরি এলেমের হিসাবে হারাম, আর আমরা বতিনি এলমের অধিকারী, নিশ্চয় উহা এই এলমের হিসাবে হালাল, তোমরা নিশ্চয় উক্ত এল্‌মে জাহের, কেতাব হইতে শিক্ষা করিয়া থাক, আর নিশ্চয় আমরা উহা কেতাবের প্রচারক অর্থাৎ (হজরত) মোহম্মদ (ছঃ)এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া থাকি, এই সমস্ত দাবি ধর্ম্মদ্রোহিতা (কাফেরি) ও গোমরাহিমূলক, কেননা ইহাতে শরিয়তে-মোহাম্মদির উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ কথা শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে উক্ত দাবিকারির প্রতি এনকার করা এবং তাহার কথা বিনা দ্বিধা ও সন্দেহে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বাতীল বলিয়া বিশ্বাস করা ওয়াজেব। যদি সে ব্যক্তি এইরূপ না করে, তবে উক্ত দলভুক্ত হইবে। উক্ত লোকদের উপর বড়

কাফের হওয়ার হুকুম যাইবে। ছুফিকুলের অগ্রণী জোনাএদ বাগদাদী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাছুল (ছঃ)এর পদাঙ্কানুসরণ করে, তদ্ব্যতীত সকলের পক্ষে (তরিকতের) সমস্ত পথ রুদ্ধ। আবু-এজিদ বাস্তামি (রঃ) নিজের কোন সহচরকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের সহিত গমন কর, এই ব্যক্তি নিজেকে 'অলি' বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছে, ইহার অবস্থ তদন্ত করিা হইবে, সে ব্যক্তি বিখ্যাত সংসার-বিরাগী ছিল। (সেই সহচর বলিয়াছেন), তৎপরে অমরা তাহার নিকট গমন করিলাম। যখন সেই ব্যক্তি বাহির হইল, কা'বা শরিফের দিকে নিজের থুথু নিক্ষেপ করিল, ইহাতে আবু এজিদ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও তাহাকে ছালাম করিলেন না এবং বলিলেন, যখন এই ব্যক্তি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর রীতিসমূহের মধ্যে একটি রীতি পালনে স্থির প্রতিজ্ঞ নহে; তখন সে ব্যক্তি যে কারামতগুলির দাবি করিয়া থাকে, উহাতে সত্যপরায়ণ হইবে কিরূপে?

আরও তিনি বলিলেন, যদি তোমরা এরূপ এক ব্যক্তিকে দেখ, যে বহু কারামত প্রদত্ত হইয়াছে, এমন কি সে ব্যক্তি শূন্যপথে উড়িতে থাতে, তবু তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না, যতক্ষণ না তাহাকে আদেশ নিষেধ পালনে ও শরিয়তের নিয়মাবলী রক্ষণাবেক্ষণে কিরূপ প্রাপ্ত হও, ইহা পরীক্ষা না কর। হে সত্যান্বেষী জ্ঞনী, তুমি চিন্তা কর যে, এই বোজর্গ পীরগণ, তরিকতের আলেমগণ এবং তরিকত ও হকিকত পন্থী নেতৃগণ সকলেই শরা-শরিফের সম্মান করিতেন এবং ছুন্নতে-নাবাবি ও দীনে-হানাফীর উপর নিজেদের বাতিনি এল্‌ম সমূহের ভিত্তি স্থপন করিতেন, নিরক্ষর দরবেশদিগের প্রলাপোক্তি যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, ইহারা ফাছেদ, ফাছাদকারী, ভ্রান্ত, ভ্রান্তকারী, সত্য শরিয়ত ত্যাগ করতঃ বিপথগামী হইয়াছে, সরল পথ হইতে পৃথক হইয়াছে, শরিয়তের আলেমগণের পথ হইতে খারিজ হইয়াছে, তাহাদের জন্য যে ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য পছন্দ করিয়াছে, তাহদের জন্য সমূহ পরিতাপ ও ধ্বংস হউক।

এই দরবেশেরা আল্লাহতায়ালার পথের দস্যু, সত্যকে অসত্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে সত্য কথা গোপন করিয়া থাকে।

এই হেতু প্রকাশিত হইল যে, যে ব্যক্তি শরিয়তের সরল পথে না থাকে, সে ব্যক্তি বয়য়ত ও ভক্তির উপযুক্ত পাত্র নহে, বরং নিজে ভ্রান্ত ও লোকদিগের ভ্রান্তকারী।

মোহাম্মদ অবদুল হাই।

শাওয়ারেকে-মক্কিয়া;—

قد صر حوابان الحقيقة موافقة بالشريعة فى العقائد والاصول وليست احدهما خارجة عن الاخرى حتى قالوا ان كل حقيقة لا يشهد لها الشرع نهى زندقة كما ذكره الشيخ عبد القادر الجيلانىؒ فى الفتوح وشيخ الشوخ قدس سره فى العوارف وهذه ضابطة كلية اجمع الصوفية كلها عليها كما ذكر فى قواعد الطريقة قال الغوث الاعظمؒ فى ملفوظاته الشريفة من لك يكن الشرع رفيقه فى جميع احواله فهو هالك مع المهالكين و قال سيد الطائفة جنيد البغدادىؒ ان طريقتنا هذه مشيدة بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ القرأن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به كذا ذكر الشعرانى فى طبقاته وهكذا كثير من اقوال المشكئخ الصوفية الصفية

"তরিকতপন্থী পীরগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আকায়েদ ও মূল বিধি ব্যবস্থায় হকিকত, শরিয়তের অনুকুল (মোয়াফেক), এতদুভয়ের একটি দ্বিতীয়টির হইতে পৃথক নহে, এমন কি তাহারা বলিয়াছেন যে, শরিয়ত যে কোন হকিকতে দলীল নহে, উহা বড় কাফেরী, এইরূপ শেখ অব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) ফতুহোল-গায়েব কেতাবে এবং শায়খোস-শইউখ (কোঃ) আওয়ারেক কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একটি নিয়ম- যাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় হইবে, সমস্ত ছুফি বিদ্বান্ ইহার উপর একত্য স্থাপন করিয়াছেন, এই রূপ কাওয়ায়েদোত্তরিকতে উল্লিখিত হইয়াছে। (হজরত) গওছোল-আ'জম (রঃ) নিজের মলফুজাত শরিফে বলিয়াছেন, সমস্ত অবস্থায় শরিয়ত যাহার সহকারী না হয়, সে ব্যক্তি বিনষ্ট লোকদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে। ছৈয়দত্তায়েকা জোনাএদ বাগদাদী (রঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের এই তরিকত কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি কোরআন স্মরণ না করে এবং হাদিছ লিপিবদ্ধ না করে, তাহার অনুসরণ (পয়রবি) করা যাইবে না, এইরূপ শা'রারি নিজ তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; এইরূপ বহু খাঁটি ছুফি পীরগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।"

ছুরা আল-এমরাণ;—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون

بالمعروف وينهون عن المنكر

"তোমদের মধ্যে এরূপ একদল হওয়া আবশ্যক — যাহারা সৎকার্য্যের দিকে অহ্বান করেন, সৎকার্য্যের হুকুম করেন এবং মন্দ কার্য্য নিষেধ করেন।"

ছহিহ্ মোছলেম;—

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع

فبلسانه فان لم يستطو فبقلبه وذلك اضعف الايمان

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কোন মন্দ কার্য্য দেখে, সে যেন নিজের হস্ত দ্বারা উহার পরিবর্ত্তন করে, আর যদি উহা না পারে, তবে নিজের রসনা দ্বারা (নিষেধ করে), আর যদি উহা না পারে, তবে অন্তর দ্বারা (নারাজ হয়) ইহা ইমানের সমধিক দুর্ব্বল অবস্থা।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন আলেম কাহাকেও শরিয়তের খেলাফ কার্য্য করিতে দেখিলে, বক্তৃতা বা লেখনী দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা তাহার পক্ষে ওয়াজেব।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

যদি কেহ বলে, আমাদের পীর গায়েবের কথা বলিয়া থাকেন এবং তিনি কলিকাতায় বসিয়া এদেশের মুরিদগণের অবস্থা জানিতে পারেন, তবে কি হইবে?

উত্তর

কোর-আন ;—

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو

"এবং তাহার (খোদার) নিকট গায়েবের কুঞ্চিক সকল আছে, তাহা ব্যতীত কেহই উহা অবগত নহে।"

ছুরা নমল;—

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله

"তুমি বল, আল্লাহ ব্যতীত যে কেহ আছমান সমূহে ও জমিনে আছে তাহারা গায়েব জানে না।"

ছুরা আ'রাফ;—

قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت

اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء

" তুমি বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত আমি নিজের আত্মার লাভ ও ক্ষতির মালিক নহি। আর যদি আমি গায়েব জানিতাম, তবে নিশ্চয় আমি বহু কল্যাণ লাভ করিতাম এবং বিপদ আমাকে স্পর্শ করিত না।"

যদি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) গায়েব জানিতেন, তবে তিনি 'ওহোদ' যুদ্ধে গমন করিতেন না এবং শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দান্দান মোবারক শহিদ হইত না।

যে সময় কতকগুলি লোক জনাব হজরত নবি (ছাঃ) এর সহধর্ম্মিনী হজরত আএশার (রাঃ) উপর অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছিল, সেই সময় হজরত শোকে ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার নির্দ্দোষিতার সম্বন্ধে কোর-আন শরিফে আয়াত নাযিল হইলে, তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। যদি হজরত নবি (ছাঃ) গায়েবের সংবাদ জানিতেন, তবে কখনও এরূপ করিতেন না।

তফছিরে-খাজেন;—

ইহুদীরা জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) কে রুহ, জোল-কার নাএন ও আছহাবে কাহাফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হজরত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কল্য তোমাদিগকে ইহা জানাইব; কিন্তু ইনশাল্লাহ বলেন নাই, এই হেতু ৪০ দিবস অহি বন্ধ ছিল এবং হুজুর ইতিমধ্যে উহার উত্তর দিতে পারেন নাই।

যদি হজরত গায়েবের সংবাদ জানিতেন, তবে ইহুদীদিগের প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষনাৎ দিতে পারেন।

তফছিরে- মাদারেক;—

" হজরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার পুত্র হজরত ইউছুপ (আঃ) এর বিচ্ছেদে সুদীর্ঘ ৮০ বছর অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার দুইটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তৎপর হজরত আজরাইল (আঃ) তাঁহার জীবিত থাকার সংবাদ অবগত করাইয়া দেন।"

যদি উক্ত নবি গায়েবের সংবাদ জানিতেন, তবে এতঅধিক কাল অশ্রুবর্ষন করিতেন না

ফেকহে-আকবরের টিকা, ১৮৫ পৃষ্ঠা;—

وبالجملة العلم بالغيب امر تفردبه سبحانه وتعالى ولا سبيل اليه للعباد

"মূল মন্তব্য এই যে, গায়েবের এলম আল্লাহ- তায়ালার বিশিষ্ট বিষয়, বান্দাগণের ইহাতে কোন অধিকার নাই।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

ذكر الحنفية بالتكفير باعتقاد ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله

"হানাফী বিদ্বানগণ, নবী (ছাঃ) গায়েবের কথা জানেন, এইরূপ বিশ্বাস করাতে কাফের হওয়ার হুকুম দিয়াছেন, কেননা ইহা আল্লাহ-তায়ালার কালামের বিপরীত। (উক্ত কালাম এই,) তুমি বল, আল্লাহ ব্যতীত যে কেহ আছমান সমুহে ও জমিতে আছে, গায়েব জানে না।

শামি কেতাবে আছে;—

في المزازية يكفر بادعاء علم الغيب وباتيان الكاهن و تصديقه وفى التتار خانية يكفر بقوله انا اعلم المسروقات اوانا اخبر عم الخبار الجن اياى

"বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, গায়েব জানিবার দাবি করিলে এবং গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে, কাফের হইয়া যাইবে।"

তাতার-খানিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে যে, আমি অপহৃত বস্তু সকলের সংবাদ জানিতে পারি, কিম্বা জ্বেন আমাকে সংবাদ প্রদান করে বলিয়া আমি উহাদের সংবাদ প্রদান করি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ বলে যে, অমুক পীর গায়েবের সংবাদ জানেন, তবে সে ব্যক্তি কি হইবে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকিল না।

এরশাদদোত্তালেবিন কেতাবে লিখিত আছে যে, চৈতন্য বা নিদ্রিতাবস্থায় মনুষ্যের হৃদয়পটে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত হয়, উহাকে 'কাশ্‌ফ' বলে। খোদাতায়ালা বা কোন ফেরেশতা মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা নিক্ষেপ করেন, উহাকে 'এল্‌হাম' বলে। আর শয়তান কর্ত্তৃক যাহা হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকে বলে 'অছওয়াছা ' বলে।

অলিউল্লাহদিগের কাশ্‌ফ অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে, কেননা দুইজন অলিউল্লাহ্ এক বিষয়ে কাশ্‌ফ করিয়া দুইরূপ বিভিন্ন মত

প্রকাশ করেন, বরং একজন অলিউল্লাহ কোন বিষয়ে দুই সময় কাশ্‌ফ করিয়া দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিতে পারেন, কাজেই কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত বিষয় আকাট্য সত্য হইতে পারে না। এমাম রব্বানি আহমদ ছারহান্দি (রঃ) মকতুবাদ শরিফে লিখিয়াছেন যে, কাশ্‌ফে বহু ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

আকায়েদে-নাছাফিতে লিখিত আছে, এলহাম দ্বারা এলমে একিনী (অকাট্য জ্ঞান) লাভ হইতে পারে না। আনফাছোল-আকবারে লিখিত আছে, অদৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করা ক্রীড়াজনক কার্য্য, যোগী ও সন্যাসীগণ এইরূপ করিয়া থাকে, ইহা তরিকতের শর্ত্ত নহে।

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবি ছাহেবের মজমুয়া-ফাতাওয়া ১ম খণ্ডে (৩২৭-৩২৮পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;—

"কি বলেন বিদ্বান্‌গণ, এই মসলা সম্বন্ধে যে, এই দেশের সাধারণ লোকদের স্বভাব হইয়াছে, বিপদকালে ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া কল্পে দূরপথ হইতে নবি (আঃ) গণকে, কিম্বা বোজর্গ অলিগণকে সাহায্য চাওয়া উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, নবি ও পীরগণ হাজের ও নাজের (প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত ও প্রত্যেক অবস্থা দর্শণকারী), আমরা যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে তাঁহাদিগকে ডাকি, তাঁহারা অবগত হয়েন এবং আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহারা দোয়া করেন, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর।

উল্লিখিত বিষয় হারাম, বরং স্পষ্ট শেরক, কেননা ইহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গায়েবের এল্‌ম জানার মত নিহিত আছে, আর উপরোক্ত প্রকার বিশ্বাস স্পষ্ট শেরক। শেরকের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার জাতে, বিশিষ্ট গুনাবলীতে কিম্বা এবাদতে অন্যকে শরিক করা। গায়েবের এলম জানা আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট ছেফাত (গুণ), ইহা অকায়েদের কেতাব

সমূহে লিখিত হইয়াছে। হজরত নবি ও অলিগণ প্রত্যেক সময় হাজের ও নাজের, প্রত্যেক অবস্থায় দূর পথ হইতে হইলেও আমাদের আহ্বান অবগত হইয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে শেরক, কেননা ইহা আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট ছেফাত, কেহই এই গুণে শরিক হইতে পারে না।

ফাতওয়ায়-বাজ্জাজিয়াতে আছে;—

تزوج بلا شهود و قال خدای و رسول خدای و فرشتگان را گواه کردم

یکفر لانه اعتقد ان الرسول و الملك یعلمان الغیب انتهی۔

وعن هذا قال علماؤنا من قال ان ارواح المشائخ

حاضرة يكفر۔

ابو الحسنات محمد عبدالحی

"এক ব্যক্তি বিনা সাক্ষী নিকাহ করিয়া বলিল যে, খোদা, তাঁহার রাছুল ও ফেরেশতাগণকে সাক্ষী করিলাম, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, যেহেতু সে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, রাছুল ও ফেরেশতা গায়েবের সংবাদ জানেন। এই হেতু আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে যে, পীরদিগের রুহ হাজের (প্রত্যেক স্থলে উপস্থিত) থাকে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই গায়েবের কথা জানে না, আর কাশফের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলে কিম্বা উহা অকাট্য সত্য জানিলে, গায়েব জানিবার দাবী করা হয়।

যদি আধুনিক পীরেরা গায়েবের এলম জানিতেন এবং হালাল

টাকা বাছিয়া লইতে পারিতেন, তবে জমির মধ্যের গুপ্ত ধন ভাণ্ডার কোথায় আছে কিম্বা কন্যার বিবাহ কোন নওশাহার সহিত হইবে, তাহা জানিতে পারিতেন।

জাল গায়েবদানি

প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরে এক একটি শয়তান আছে, উহাকে 'নফছ আম্মারা' বলা হয়। কোন কোন লোক পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য উক্ত নফ্ছ আম্মারার আমল করিতে থাকে, উক্ত আমল সিদ্ধ হইলে, সে ব্যক্তি নফছের সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম হয়। যখন কোন লোক উক্ত আমেলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার নফ্ছ উক্ত লোকের নফ্ছের সহিত কথোপকথন করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া উক্ত অমেলকে অবগত করাইয়া দেয়, কাজেই সেই অলেম বলিতে থাকে যে, তোমার দুইটি পুত্র ও একটী কন্যা আছে, তুমি অদ্য উহা খাইয়াছ, তুমি এই মতলবে আসিয়াছ, এই রূপ নানা কথা বলিয়া লোককে মুগ্ধ করে সাধারণ লোক এই রূপ প্রবঞ্চক মনুষ্যকে গায়েবদান পীর ধারণা করিয়া কাফের হইয়া যায়।

৮ম প্রশ্ন

নক্স বন্দিয়া -মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় উচ্চাস্বরে জেকের করা জায়েজ কিনা? কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকায় কিরূপ উচ্চশব্দে জেকের করা জায়েজ হইবে? মছজিদে উচ্চশব্দ করিয়া জেকর করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর

মাওলানা অবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি সাহেবের মজমুয়া, ফাৎওয়া, ১।১২৩ পৃষ্ঠা;—

ফৎওয়া তলব

কি বলেন মুসলমানগণের নেতা ও সুক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ আলেমগণ এ সম্বন্ধে যে, যাহারা দাড়াইয়া কিম্বা বসিয়া অতি উচ্চ শব্দে অথবা সঙ্গীতের সুরে জেকের করে, কখন নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে থাকে ও অচৈতন্য হইয়া জমিনে পড়িয়া যায়, ইহা হালাল কিম্বা হারাম? এরূপ লোকদের উপর এনকার করা জায়েজ কিনা? কোরআন ও হাদিসেও ইহার কোন দলীল আছে কিনা?

জওয়াব

ينبغي الانكار على هولاء في ارتكاب امور احدها الذكر بالجهر المفرط فانه منهى عنه لما روى البخارى ومسلم والترمذى و ابوداؤد و احمد و ابن شيبة وغيرهم عن ابى موسى الاشعرى قال كنا مع رسول الله ﷺ فى غزاة فجعلنا لانهبط واديا ولا نصعد شرفا الارفعنا اصواتنا بالتكبير فدنا منا وقال ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا الخ ☆

وقد دلت الايات على استحباب السر والتوسط بين السروالجهر قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين وقال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ☆

وقال الامام الرازى فى تفسيره معنى قاله الذكر ربك فى نفسك اذكر خيفة وسراو معنى قوله ودون الجهر دون الجهر المفرط والمراد منه ان يقع الذكر بحيظ يكون بين المخافة والجهر انتهى وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ يبن ذلك سبيلا ☆

روى البيهقى مرفوعا خير الذكر الخفى وفى النهاية شرح الهداية المستحب عندنا فى الاذكار الخفية الاما تعلق باعلانه مقصود كالاذان والتلبية انتهى وصرح كثير من الحفية منهم صاحب الهداية ان الجهر بالذكر بدعة والاصل فيه الاخفاء والحاصل ان الجهر وان كان جائزا لكن المفرط منه منهى عنه والسر افضل من الجهر الغير المفرط ايضا كيف والجهر المفرط يستلزم مفاسد منها ايقاظ النيام ومنها شغل قلوب المصلى وهو مفضى الى سهوهم ومنها ترك الخشوع عما ينبغى الى غير ذلك من المفاسد التى لاتحصى وان شئت زيادا التفصيل فى هذا فارجو الى رسالتى سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ☆

"কয়েকটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করার জন্য এই দল লোকের উপর এনকার করা জরুরী, প্রথমতঃ অতি উচ্চ স্বরে জেকের করা, ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেননা (ইমাম) বোখারী, মোছলেম, তেরমেজী, আবুদাউদ, আহমাদ ও ইবনে-শায়বা প্রভৃতি বিদ্বানগণ রেওয়ায়েত করিয়াছেন, (হজরত) আবু মুছা আশয়ারি (রঃ) বলিয়াছেন, আমরা কোন যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেক উপত্যকা ভূমিতে অবতরণ করা কালে এবং প্রত্যেক উচ্চভূমির উপর আরোহন কালে উচ্চ শব্দে তকবির পড়িতাম, ইহাতে হজরত (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের আত্মার উপর কোমলতা অবলম্বন কর (নরমস্বরে তকবির পড়), কেননা তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, তোমরা সর্ব্বশ্রোতা ও সর্ব্ব দর্শক খোদাকে ডাকিতেছ।

কতকগুলি আয়াতে বুঝা যায় যে, চুপে চুপে ও অল্প আওয়াজে জেকের করা মোস্তাহাব।

আল্লাহপাক বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিণীত ভাবে এবং চুপে চুপে ডাক, নিশ্চয় উক্ত আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারী দিগকে ভালবাসেন না।" আরও আল্লাহ বলিয়াছেন;— "এবং তুমি বিণয় সহকারে এবং ভীত ভাবে নিজের অন্তরে এবং অনুচ্চশব্দে (অল্প আওয়াজে) সন্ধায় ও প্রভাতে (মাগরবে ও ফজরের) সময়ে তোমার প্রতিপালকের জেকের কর এবং তুমি অমনোযগীদিগের অন্তর্গত হইও না।"

এমাম রাজি নিজ তফছিরে বলিয়াছেন, তুমি তোমার অন্তরে জেকের কর, ইহার অর্থ এই যে, ভীতভাবে ও চুপে চুপে জেকের কর।........এর অর্থ এই যে, অতিউচ্চ শব্দে না হয়, অর্থাৎ মধ্যম ধরণে জেকের হয়, যেন একেবারে চুপে চুপে না হয় এবং উচ্চ শব্দে না হয়, ঠিক ইহার মাঝামাঝি ভাবে হয়।

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, এবং তুমি নিজের নামাজের উচ্চ শব্দ করিওনা ও উহা গুপ্ত ভাবে সম্পন্ন করিও না এবং এতদুভয়ের মধ্যে তুমি পন্থা অবলম্বন কর (অর্থাৎ মাঝামাঝি শব্দে পড়)।

বয়হকি হজরতের এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন, চুপে চুপে জেকের করা উৎকৃষ্ট জেকের।

হেদায়ার টীকা নেহায়া কেতাবে আছে, আমাদের (হানাফী) মজহাবে জেকের গুলির মধ্যে চুপে চুপে জেকর করা মোস্তাহাব, কিন্তু যে স্থলে উহা লোককে জানান উদ্দেশ্য হয়, যেরূপ আজান ও লাব্বায়কা বলা, (এস্থলে উচ্চ

শব্দে সম্পন্ন করা বাঞ্ছিত)। হেদায়া প্রণেতার ন্যায় অনেক হানাফি বিদ্বানগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্চশব্দে জেকর করা বেদয়াত, উহার মুল নিয়ম গোপন করা।

মূল মন্তব্য এই যে, আওয়াজের সহিত (জহরিয়া ভাবে) জেকর করা জায়েজ হইবে, কিন্তু অতিরিক্ত উচ্চ শব্দ করা (শরিয়তে) নিষিদ্ধ হইয়াছে। অল্প আওয়াজের জেকর (জলি জেকর) অপেক্ষা চুপে চুপে জেকর করা উত্তম, সমধিক উচ্চ আওয়াজে জেকর করাতে কতকগুলি দোষ ঘটিয়াই থাকে, প্রথম নিদ্রিত দিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় নামাজি দিগের মনকে বিচলিত করিয়ে দেওয়া ইহাতে তাহাদের নামাজের ছহো (ভুল) হইয়া থাকে। তৃতীয় নামাজের বিনয়ভাব (খশু) নষ্ট করিয়া দেওয়া, এই রূপ বহু সংখ্যক দোষ ঘটিয়া থাকে। যদি তুমি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে আশা রাখ, তবে মৎ প্রণীত 'ছাবাহাতোল-ফেকর' পাঠ কর।

والامر الثانى التصفيق عند الذكر فان هذا من عادات الجاهلية فنهى عنه الاسلام قال ابن القيم فى اغاثة اللهفان قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون وقال مجاهد كانوا يعارضون النبى صلى الله عليه وسلم فى الطواف ويصفقون منها لمصفقون والصفارون فيهم شبه من هؤلاء فلهم قسط من اللوم بحسب شبههم قلنا لم يشرع الله التصفيق للرجال عند الحاجة فى الصلوة بل امروا بالعدول الى التسبيح فكيف اذا فعلوه لالحاجة

وترنوابه انواعا انتهى وقد صرح كثير من شراح
الفقه الاكبر وغيرهم بان التصفيق عند الذكر حرامٌ
يفضى الى السوء وذلك لان التصفيق امر من قبيل
اللهو واللعب ولذلك يرتكبه الصبيان والنسوان اكثر
والذكر ليس بمحل اللهو فما معنى اجتماعه معه
والامر الثالث الرقص عند الذكر فانه ايضا حرام ☆

দ্বিতীয় বিষয় জেকরের সময় হাতে তালি দেওয়া, কেননা ইহা অজ্ঞযুগের (লোকদের) রীতি, ইহা ইসলামে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এবনোল-কাইয়েম 'এগাছাতোল্লাহফান' কেতাবে লিখিয়াছেন, (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরাএশগণ উলঙ্গাবস্থায় কাবা গৃহের চারিদিকে প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করিত, শীষ দিত এবং হাতে তালি দিত। মোজাহেদ বলিয়াছেন, তাহারা 'তওয়াফ' কার্য্যে (জনাব) নবি (ছাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করিত এবং হাতে তালি বাজাইত। যাহারা হাতে তালি দেয় এবং শীষ দেয়, তাহাদের মধ্যে ইহাদের সৌসাদৃশ্য আছে, এই সৌসাদৃশ্য থাকার জন্য তাহারা তিরষ্কারের অংশীদার হইবে।

আমি বলি, নামাজে আবশ্যক হইলে আল্লাহ পুরুষ লোকদের জন্য হাতে তালি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই, বরং তাহারা তছবিহ পাঠ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষেত্রে যদি তাহারা বিনা দরাকারে হাতে তালি দেয় এবং বিবিধ প্রকার সঙ্গীত করে, তবে কিরূপে জায়েজ হইবে?

ফেকহে-আকবরের বহু টীকাকর ও অন্যান্য বিদ্বানগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেকরের সময় হাতে তালি দেওয়া হারাম ও মন্দ কার্য্যের সৃষ্টি করে, কেননা উহা ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্গত, এই হেতু অনেক সময় বালক ও স্ত্রীলোকেরা

উহা করিয়া থাকে, জেকর ক্রীড়ার স্থল নহে, কাজেই জেকরের সঙ্গে উহা কোন্ হিসাবে একত্রিত হইবে? তৃতীয় জেকরের সময় নর্ত্তন কুর্দ্দন করা, কেননা ইহাও হারাম।

فان قالوا لاثبات تواجدهم ان رسوا الله صلى الله عليه وسلم تواجد ورقص اصحابه كما ذكره المشائخ فى كتبهم قلنا لهم القصة فى ذلك موضوعة مخترعة لا اصل لها صرح به المحدثون قال على القارى فى تذكرة الموضوعات قال ابن تيمية ما اشتهر ان ابا محنورة النشد لسعت حبة الهوى كبدى بين يدى رسول الله وانه تواجس حتى وقعت البردة عن كتفيه فتقا سمها الصحاب الصفة كذب باتفاق اهل العلم وقال السيوطى اخرجه الديلمى والمقدسى و رواه صاحب العوارف انه عليه اليه السلام انشد بحضته البيتان فتواجد وتواجد اصحابه وقد سقط رداءه من منكبه هذا حديث موضوع واضعه عماربن اسحاق هكذا قال الذهبى وغيرة وهذاالحديث مما يقطع بكذبه انتهى ☆

فى الكشف الحثيث للحافظ برهان الدين الحلبى عمار بن اسحاق كانه وضع هذه الخرافة التى فيها لسعت حبة الهوى انتهى ☆

وذكر كثير من اصحاب الفتاوى الحنفية والشافعية منهم صاحب الدرة ورد المحتار والبزازية وغيرها ان الرقص والغناء الذى يفعله متصوفة زماننا عند الذكر حرام يجب الزجر عنه .. فى نصاب الاحتساب لا يجوز الرقص والساع ذكره فى الذخيرة انه كبيرة ومن اباحه من المشائخ فذلك للذين صارت حركاته جركات الارتعاش وانه ليس له ايضا فى الشرع رخصة وذكر فى العوارف انه لا يليق بمنصب المشائخ الذينيقتدى بهم لانه شبه اللهو ولو قيل هل يجوز السماع لهم فاجواب انه ان كان السماع سماع قرأن وموعظة يجوز وان كان سماع غناء لايجوز انتهى ☆

حرره الراجى عفوربه القوى ابو الحسنات محمد عبد الحى تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى ☆

"যদি তাহারা নিজেদের 'ওজদ' করা প্রমান করনার্থে বলেন যে, নিশ্চয় রসুল (ছাঃ) 'ওজদ' করিয়াছিলেন (ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন) এবং তাহার ছাহাবাগণ নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়াছিলেন, ইহা তরিকতের পীরগণ তাহাদের কেতাব সমূহে উল্লেখ করিয়াছেন। তদুত্তরে আমরা বলিব, এতৎসংক্রান্ত গল্পটি জাল ও অমুলক, ইহার কোন প্রমাণ নাই, মোহাদ্দেছগণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আলিকারী 'তাজকেরাতুল মওজুয়াতে' লিখিয়াছেন, এবনো-তাইমিয়া বলিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, আবু মহাজুরা হজরত নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে لسعت حية الهوى كبدى শীর্ষক কবিতা পড়িয়াছিলেন, ইহাতে হজরত (ছাঃ) 'অজদ' করিয়া উঠিলেন, এমনকি তাহার স্কন্ধদ্বয় হইতে চাদর পড়িয়াগিয়াছিল, পরে বারান্দাবাসী সাহাবাগণ (অছহাবোছ-ছোফ্‌ফা) উহা বণ্ঠণ করিয়া লইলেন, বিদ্বানগণ একবাক্যে এই গল্পটি মিথ্যা বলিয়াছেন। এমাম ছিউতি বলিয়াছেন, দয়লমি, মোকাদ্দছি ও আওয়ারেফ প্রণেতা রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে দুটি শ্লোক পাঠ করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনিও তাহার ছাহাবাগণ ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং হজরতের চাদর তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়াগিয়াছিল, ইহা জাল হাদিছ, আম্মার বেনে ইছহাক ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, এইরূপ এমাম জাহাবি প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই হাদিছটিকে নিশ্চিতরূপে জাল বলা যাইবে। হাফেজ বোরহানদ্দিন হালাবী 'কাশফোল হাছিছ' কেতাবে লিখিয়াছেন, لسعت حية الهوى সমন্বিত অমুলক গল্পটি আম্মার বেনে ইছহাক প্রস্তুত করিয়াছিল। দোররাতোল-মণিফা, রদ্দোল-মোহতার ও বাজ্জাজিয়া প্রভৃতি বহু হানাফী ও শাফী ফৎওয়া লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় নর্ত্তন কুর্দ্দন ও সঙ্গীত - যাহা বর্তমান যুগের ছুফি কুল জেকরের সময় করিয়া থাকে, উহা হারাম, উহা নিষেধ করা ওয়াজেব। নেছাবোল-এহতেছাবে আছে, নর্ত্তন, কুর্দ্দন ও ছেমা জায়েজ

নহে। জখিরা কেতাবে উহা গোনাহ কবিরা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পীরেরা ইহা মোবাহ বলিয়াছেন, উহা উক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বলিয়াছেন- যাহাদের শরীরে কম্পণ বাত ব্যাধী রোগগ্রস্তদের তুল্য হইয়াছে (অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছা করিয়াও উহা সম্বরণ করিতে না পারে)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শরিয়তে এইরূপ অনিচ্ছাকৃত নর্ত্তনের অনুমতি নাই। আওয়ারেফে উল্লেখিত হইয়াছে, যে পীর দিগকে অনুসরণ করা হইয়া থাকে এইরূপ নর্ত্তন করা তাহাদের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত নহে, কেননা ইহা ক্রীড়ার তুল্য। যদি কেহ বলে যে, তরিকত পন্থিদিগের পক্ষে ছেমা করা জায়েজ হইবে কি? ইহার উত্তর এই যে, যদি উহা কোরআন ও ওয়াজের শ্রবণ হয় তবে যায়েজ হইবে। আর যদি সঙ্গীতের শ্রবণ হয় তবে জায়েজ হইবে না।

মোহাম্মদ আব্দুল হাই।

বাহরোর-রায়েকঃ—

قال ابو حنيفة " رفع الصوت بالذكر بدعة وبخالف الامر من قوله تعالى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ☆

(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, জেকের করিতে উচ্চশব্দ করা বেদায়াত এবং কোর-আদেশের বিপরীত। অল্লাহ বলিয়াছেন, তুমি বিনয় সহকারে ও ভীতভাবে তোমার অন্তরে এবং অল্প অওয়াজে তোমার প্রতিপালকের জেকর কর। এইরূপ বোরহান, গায়তোল বায়ান, কেফায়া, ফৎহোল কদির গুনইয়াতোল মোস্তামলি ও তফছিরে আহমদীতে আছে।

এমাম ছারখছির ছিয়রে কবিরে আছে ঃ—

انه صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع الصوت عند قرأة القرأن والوعظ وما فعله الذين يدعون الوجد والمحبة مكروه لااصل له فى الدين ويمنع الصوفية مما يعتادونه من رفع الصوت فان ذلك مكروه

"নিশ্চয় নবি (সঃ) কোর-আন পাঠ ও ওয়াজের সময় উচ্চশব্দ করা নাপছন্দ করিতেন। অজদ ও মহাব্বতের দাবিকারীরা যাহা করিয়া থাকে, উহা মকরুহ, উহার কোন প্রমাণ দীন-ইছলামে নাই। ছুফিগণ উচ্চশব্দ করার যে অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন তাহাদিগকে উহা নিষেধ করিয়া দিতে হইবে।

আলমগিরি, ৬/২১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ولو اجتمعوا فى ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل يخفضون والاخفاء افضل

"যদি লোকেরা আল্লাহতায়ালার জেকর করিতে ও তছবিহ এবং কলেমা পড়িতে (একস্থানে) সমবেত হয়, তবে আওয়াজ ছোট করিবে এবং চুপে চুপে পড়া উত্তম।"

মেশকাত, ৪৭০ ঃ-

وظهرت الاصوات فى المساجد

"হজরত বলিয়াছেন, (কেয়ামতের একটি চিহ্ন এই যে,) মছজিদ সমূহে উচ্চশব্দ প্রকাশিত হইবে।"

মেরকাত,, ৫/১১৭ পৃষ্ঠা ঃ-

"কতক হানাফি বিদ্বান বলিয়াছেন, জেকর উপলক্ষে হইলেও মছজিদে উচ্চশব্দ করা হারাম।"

ফাতাওয়ায়-গেয়াছিয়ার হাশিয়ায় মুদ্রিত ফাতাওয়ার এবনো নজিম, ১৭৯ পৃষ্ঠা ঃ—

سئل عن رفع الصوت فى المسجد بالذكر هل هو حرام اجاب نعم هو حرام ☆

"তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, জেকর কালে মছজিদে উচ্চশব্দ করা কি হারাম হইবে?"

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, উহা হারাম হইবে।

আশবাহ অন্নাজায়েরের হাশিয়ায়-হামাবি, ৫৬০ পৃষ্ঠা ঃ-

ويمنع من رفع الصوت بالذكر فى المسجد

"মছজেদে জেকরে উচ্চশব্দ করিতে নিষেধ করা হইবে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

وقدصح عن ابن مسعودؓ انه سمع قوما اجتمعوا فى مسجد يهللون ويصلون على النبى عليه الصلوة والسلام جهرا فراح اليهم وقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه الصلوة والسلام وما اراكم الا مبتدعين فما زال يذكر ذلك حتى اخرفهم من المسجد

"নিশ্চয় (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) হইতে সহিহ্ প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি একদল লোককে মছজিদে সমবেত হইয়া উচ্চশব্দে কলেমা পড়িতে ও নবি (সঃ)এর উপর দরূদ পড়িতে শ্রবণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি নবি (সঃ)এর জামানায় ইহা দর্শন করি নাই। আমি তোমাদিগকে বেদয়াতি ব্যতীত (অন্য কিছু) ধারণা করি না, তিনি বারম্বার ইহা বলিতে লাগিলেন, এমন কি তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।"

ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়া, ১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

قلت الاخراج من المسجد يجوز ان يكون لاعتقادهم لعبادة فيه ولتعليم الناس بانه بدعة والفعل الجائز يجوز ان يكون غير جائز لغرض يلحقه

"আমি বলি, তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, তাহারা মছজিদে উচ্চশব্দে জেকর করা এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং লোকদিগকে উহা বেদয়াত হওয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোন স্বার্থ বিজড়িত হওয়ার জন্য জায়েজ কার্য্য নাজায়েজ হইয়া থাকে।"

উক্ত ফাতাওয়া, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

وان كان سؤالك عن الذكر الذى يكون خارجا مما ذكر فهو لا يخلوا ما ان يكون فى وقت صلوة او تعليم علم فهو حرام حيث يشوش عليهم

"যদি উল্লিখিত জেকর ব্যতীত অন্য প্রকার জেকরের সম্বন্ধে তোমার জিজ্ঞাসাবাদ হয়, তবে হয়ত উহা নামাজের ওয়াক্তে কিম্বা এলম শিক্ষা দেওয়ার সময় হইবে, ইহা হারাম হইবে, কেননা উহা নামাজি ও শিক্ষার্থীদিগাকে বিচলিত করিয়া থাকে।"

আরও ১৩ পৃষ্ঠা :—

فان قلت صرح فى الخانية بان رفع الصوت بالذكر حرام لقوله ﷺ لمن رفع صوته بالذكر انك لا تدعوا صما ولا غئبا وقوله عليه الصلوة السلام خير الذكر الخفى لانه ابعد من الرياء واقرب الى الخضوع محمول على الجهر الفاحش المضر

"যদি তুমি বল, কজিখান কেতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেকর করিতে উচ্চশব্দ করা হারাম, কেননা যে ব্যক্তি জেকরে উচ্চশব্দ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে (হজরত) নবি (সঃ) বলিয়াছিলেন,—"নিশ্চয় তুমি বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছে না।" আর (হজরত) নবি (সঃ) বলিয়াছেন, "খফি জেকর উৎকৃষ্ট জেকর।" কেননা উহা 'রিয়া' হইতে সমধিক দূর এবং 'খজু'র সমধিক নিকট। কাজিখানের এই রেওয়ায়েত উক্ত জেকরের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—যাহা অতি উচ্চশব্দে করা হয় এবং (নামাজ, এলম শিক্ষা কিম্বা নিদ্রার) ক্ষতিকর হয়।"

রদ্দেল-মোহতার, ৫/২৭৮ পৃষ্ঠা ঃ—

قد حرر المسئلة فى الخيرية وحمل مافى فتاوى القاضى على الجهر المضر

এই মছলাটি ফাতাওয়ায় খয়রিয়াতে লিখিত হইয়াছে এবং ফাতাওয়ায় কাজিখানের এই রূপ মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যে জেকর এরূপ উচ্চশব্দে করা হয় যে, উহা নামাজ, নিদ্রা ইত্যাদির ক্ষতিকর হয়, উহা হারাম হইবে।

কওলোল জামিল, ৪২ পৃষ্ঠা ঃ—

والمراد بهذا الجهر هو غير المفرط فلا منافاة بينه وبين مانهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اربعوا الخ ☆

"কাদেরিয়া তরিকায় যে জলি জেকর করার নিয়ম আছে, উহা অতি উচ্চশব্দে নহে, (অল্প অল্প আওয়াজে করিতে হইবে), কাজেই এই তরিকার জলি জেকর ও নবি (সঃ) এর নিষেধ সূচক হাদিছের মধ্যে বিরোধ ভাব রহিল না।" উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, বেশী উচ্চশব্দে জলি জেকর করা, যে জলি জেকরে নামাজ, এলম শিক্ষা ও নিদ্রার ক্ষতিকর হয়। মছজিদে উচ্চশব্দে জেকর করা নাজায়েজ। কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকায় যে জলি জেকর করার কথা আছে, উহা উচ্চশব্দে না হয় এবং চুপে চুপেও না হয়, ইহার মাঝামাঝি শব্দে হয়। নকশবন্দীয়া ও

মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর চুপে চুপে জেকর করা মনোনীত করিয়াছেন।

জামেয়োল অছুল ফিল আওলিয়াতে আছে ঃ—

والذكر الخفى افضل لقوله تعالى واذكر ربك نفسك تضرعا وخيفة الاية وقوله ادعوا ربكم تصرعا خفية الاية وقوله عليه السلام خير الذكر الخفى المعنى اخلص لله وابعد من الرياء واكثر فائدة افيد ثمرة بالتجربة وقال عليه السلام الذكر الذى تسمره الحفظة ليزيد على الذكر الذى تسمعه الحفظة تعين ضعفا اخرجه البيهقى فى شعبا لايمان عن يشة

"খফি জেকর উত্তম, কেননা আল্লহ তায়ালা বলিয়াছেন, "এবং তুমি বিনয় সহকারে ও ভীতভাবে নিজের অন্তরে এবং অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালকের জেকর কর।"

আল্লাহ আরও বলিয়াছেনঃ—

"তোমরা বিনয় সহকারে ও চুপে চুপে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক।" হজরত নবি (ছঃ) বলিয়াছেন, খফি জেকর উৎকৃষ্ট, কেন না ইহা

বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য হয়, ইহাতে রিয়াকার হয় না, সমধিক উপকার হয় এবং সমধিক ফল লাভ হয়, পরীক্ষীত হইয়াছে। আরও নবি (ছঃ) বলিয়াছেন, যে জেকর রক্ষক ফেরেশতাগণ শুনিতে না পায়, উহা দরজায় উক্ত জেকর আপেক্ষা ৭০ গুণ শ্রেষ্ঠ, যাহা তাঁহারা শুনিতে পান।

এমাম রাব্বানি আহমদ ছরহান্দি (রঃ) মকতুবাত শরিফের ১।২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"নির্ব্বোধ শিশুরা ফল মূল লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে, কিন্তু নকশবন্দীয়া তরিকার পীরগণ উহাদের ন্যায় অমূল্য রত্ন স্বরূপ শরিয়তকে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বিনষ্ট করেন না; তাঁহারা ফকিরদের অসার বাহ্য আড়াম্বরে প্রতারিত ও বিমোহিত হন না, শরিয়ত নিষিদ্ধ পথাবলম্বনে এবং ছুন্নতের বিরুদ্ধাচরণে যে সকল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহা গ্রাহ্য করেন না। সেই হেতু তাঁহারা গীত ও জেকরের সময় ছটফট করা জায়েজ বলেন না এবং উচ্চশব্দে জেকর করেন না।"

আনফাছোল আকাবের ৮ পৃষ্ঠা ঃ—

"নকশবন্দীয়া তরিকার পীরেরা সঙ্গীত ও জেকর কালে লাফলাফি করা জায়েজ বলেন না বরং উচ্চশব্দে জেকর করা মন্দ জানিয়া উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক দিবস হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (কোঃ) ছাহেবের মজলিশে শেখ কালাল আহার করিবার পূর্ব্বে উচ্চস্বরে বিছমিল্লাহ পড়িয়াছিলেন, ইহাতে খাজা ছাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া তাহকে আহারের মজলিশে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" পাঠক, যাহারা নকশবন্দীয়া তরিকার ফকির হওয়ার দাবী করতঃ উচ্চস্বরে জেকর করে এবং ছটফট ও লাফলাফি করে, তাহারা রিয়াকার ও ভণ্ড তপস্বী ব্যতীত আর কি হইবে?

মদখল কেতাবে আছে ঃ—

وليحذروا جميعا من الجهر باذكر والدعاء عند الفراغ من الصلوة ان كان فى جماعة فان ذلك من البدع

"জামায়াতের নামাজ শেষ করিয়া সকলেই উচ্চস্বরে জেকর ও দোয়া করা হইতে যেন পরহেজ করেন, কেন না উহা বেদয়াত।"

নেছাবোল এহতেছাব ঃ—

اذا كبزوا على اثر الصلوة جهرا يكره وانه بدعة يعنى سوى ايام النحر والنحر و التشريق

"যদি তাহার নামাজ শেষ করিয়া উচ্চস্বরে তকবির পড়েন তবে আইয়ামে তশরিক ব্যতীত উহা মকরুহ হইবে, উহা পিশ্চয় বেদয়াত।"

৯ম প্রশ্ন

যে পীর মুরিদগণকে ওয়াজ নছিহত করেন না, বরং যে আলেমরা ওয়াজ নছিহত করেন, তাঁহাদের নিন্দাবাদ করেন এবং মুরিদগণকে ওয়াজ নছিহত শুনিতে নিষেধ করেন, সেই পীর কিরূপ?

উত্তর

কোর-আন ঃ—

فذكر انما انت مذكر

"অনন্তর তুমি উপদেশ প্রদান কর, তুমি কেবল উপদেশদাতা।"

ছুরা তওবা ঃ—

فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

"কেন তাহদের প্রত্যেক বৃহৎ দল হইতে এক এক ক্ষুদ্র দল বাহির না হয়, এই হেতু যে, তাহারা দীনের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহারা আপন স্বজাতিকে, যখন তাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসে, ভয় দেখাইবে, বিশেষ সম্ভব যে, তাহারা পরহেজ করিবে।"

ছুরা আল-এমরান ঃ—

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

"তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত, যাহা লোকদিগের জন্য বাহির করা হইয়াছে, সৎকার্য্যের আদেশ করিয়া থাক এবং অসৎকার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাক।"

উক্ত ছুরা ঃ—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأ مرون بالمعروف وينهون عن المنكر

"তোমাদের মধ্যে একদল লোক এরূপ হওয়া উচিত, যাহারা সৎকার্যেষ্যের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করে, সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করে

এবং অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করে।"

কওলোল জমিল, ২০ পৃষ্ঠা ঃ–

والشرط الرابع ان يكون مرا بالمعروف ناهيا عن المنكر

"পীর হওয়ার চতুর্থ শর্ত্ত এই যে, তিনি (সাধারণ লোককে) সৎকার্য্যের হুকুম করেন এবং মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন।" ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি সাধারণ লোককে নছিহত করেন না, কিম্বা মুরিদ্দগণকে ওয়াজ নছিহতের মজলিশে যাইতে নিষেধ করেন, সে ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত নহে এবং তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

১০ম প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কাহারও ছালামের জওয়াব দেয় না এবং কাহাকেও ছালাম করে না, নিজের মুরিদ ব্যতীত অন্য লোকের দাওত স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি কিরূপ?

উত্তর

তফছিরে আহমদী, ২৯২।২৯৩ পৃষ্ঠা ঃ–

والتسليم تحية سنة لها فضل كثير (الى) والرّد بذلك

القدر بان يقول و عليكم السلام فرض

"ছালাম করা ছুন্নত, ইহার অনেক ফজিলত আছে এবং অ-আলয়কুমুছ-ছালাম বলিয়া জওয়াব দেওয়া ফরজ।"

বোস্তানে ফকিহ আবুল্লাএছ ঃ–

ينبغ للمجيب اذا رد السلام ان يسمع جوابه لانه اذا
اجاب بجواب لم يسمع المسلم لم يكن ذلك جوابا

"জওয়াবদাতা যখন ছালামের জওয়াব দেয়, তখন উহার জওয়াব শুনান উচিত। কেননা যদি এরূপভাবে জওয়াব দেয় যে, ছালামকারী শুনিতে না পায়, তবে উহা জওয়াব বলিয়া গণ্য হইবে না।"

জনাব নবি (ছঃ) বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বেশী বোজর্গ যে প্রথমেই লোককে ছলাম করে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথমেই ছলাম করে সেই ব্যক্তি অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইবে।

হজরত বালকদিগকে প্রথমেই ছালাম করিতেন।

সহিহ্ বোখারি ঃ—

من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দাওত কবুল না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল (ছঃ) এর অবাধ্য হইল।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে ছালাম করিতে দ্বিধা বোধ করে এবং অন্যের ছালামের জওয়াব দেয় না, দীনদার মুছলমানদিগের দাওত স্বীকার করে না, সেই ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত নহে। তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

১১শ প্রশ্ন

যে ব্যক্তি বলেন যে, তোমরা আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি কত বড় পীর, তাহা দেশের লোক বুঝিতে পারিল না, যে ব্যক্তির মুরিদেরা

বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করিল যে, আমাদের পীর বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পীর, স্বপ্নযোগে খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (রঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মুরিদের বিজ্ঞাপনের কোন প্রতিবাদ করিল না, বরং নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীর ধারণা করিল, সে ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত কি না?

উত্তর

কোর-আন ঃ—

ان الله لايحب من كان مختالا فخورا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ যে ব্যক্তি গর্ব্বকারী আত্মাভিমানী তাহাকে ভালবাসেন না।"

কোর-আন ঃ—

فلا تزكوا انفسكم

"অনন্তর তোমরা নিজেদিগকে নির্দ্দোষ মনে করিও না।"

ছহিহ্ মোছলেম ঃ—

يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة اذارى فمن نازعنى واحدا منهما ادخلته النار

"আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আত্মগরিমা করা আমার চাদর স্বরূপ এবং গৌরব করা আমার তহবন্দ স্বরূপ, যে ব্যক্তি উভয় বেষয়ের কোন একটিতে আমার সহিত বিরোধ করে, আমি তাহাকে দোজখে দাখিল করিব।"

ছহিহ্ মোছলেম ঃ—

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকে, সে ব্যক্তি (হিসাব অন্তে) বেহেশতে দাখিল হইবে না।"

সহিহ্ তিরমিজি :–

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصيبه ما اصابهم

"হজরত বলিয়াছেন, লোকে আত্মগরিমা করিতে থাকে, এমন কি অহঙ্কারীদিগের মধ্যে লিখিত হয়, তাহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, ইহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে।"

উক্ত কেতাবে :–

يحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيمة فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار

"হজরত বলিয়াছেন, অহঙ্কারিরা কেয়মতের দিবস মনুষ্যদিগের আকৃতিতে পিপীলিকার ন্যায় পুনর্জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টন করিবে, তাহারা দোজখের 'বুলাছ' নামক কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি দগ্ধ করিবে, তাহাদিগকে দোজখিদেগের বিগলিত পুঁজ রক্ত পান করান হইবে।"

শোয়াবোল-ইমান ঃ—

من تواضع لله رفعه الله فهو فى نفسه صغير وفى اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو فى اعين الناس صغير وفى نفسه كبير حتى لهو اهون عليهم من كلب وخنزير

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য নত হয়, আল্লাহ তাহাকে উচ্চ করেন। যে ব্যক্তি অন্তরে নিজকে ক্ষুদ্র ধারণা করে, সে ব্যক্তি লোকের চক্ষে মহৎ। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে, খোদা তাহাকে অবনত করেন, সে ব্যক্তি নিজের নিকট মহৎ, কিন্তু লোকের নিকট ক্ষুদ্র, এমন কি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকর আপেক্ষা সমধিক হেয়।"

সহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لن ينجى احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدنى الله منه برحمته فسدوا وقاربوا

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও আমল (সৎকার্য্য) তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রছুলাল্লাহ, আপনি কি (আমল করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন না)? হজরত বলিলেন, আমিও না, কিন্তু যদি আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে আমাকে ঢাকিয়া ফেলেন। এক্ষণে তোমরা আমলকর ও ছওয়াবের আশা কর, ইহাতে বুঝা যায় যে, এবাদতের গরিমা করা কাহার পক্ষে উচিত নহে।"

ফতুহোল গায়েব ৩০৭। ৩০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত বড় পীর ছাহেব বলিয়াছেন, তুমি "যাহার সাহত সাক্ষাৎ কর,

তাহকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিও না এবং বলিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। যদি সে বালক হয়, তবে তুমি বলিবে, সে এখনও গোনাহ করেনাই, আর আমি গোনাহ করিয়াছি, কাজেই সে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর যদি সে ব্যক্তি তোমা আপেক্ষ বয়সে জ্যেষ্ঠ হয়, তবে তুমি বলিবে যে, সে ব্যক্তি আমার পূর্ব্ব হইতে খোদার এবাদত করিতেছে। আর যদি তিনি আলেম হন, তবে তুমি বলিবে ইনি এইরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহা আমি প্রপ্ত হইতে পারি নাই, আমি যাহা নাজানি, তিনি তাহা অবগত হইয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া আমল করিতেছেন। আর যদি নিরক্ষর হয়, তবে তুমি ধারণা কর যে, সে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ অবস্থায় গোনাহ করিতেছে, আর আমি জ্ঞাতসারে গোনাহ করিতেছি। আর আমি জানি না যে, তাহার শেষ অবস্থা কিরূপে হইবে, আর আমার শেষ অবস্থা কিরূপে হইবে? আর যদি সে কাফের হয়, তবে মনে মনে বলিবে, সে মুসলমান হইয়া মরিতে পারে, আর আমার শেষ অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা জানি না।" হজরত এমাম রাব্বানি (মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর) মকতুবাতে লিখিয়াছেন, লোকে বলিয়া থাকে যে, ২০ বৎসর যাবত যাহার আমলনামায় একটি লিখিত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ওলি নামের উপযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ২০ বৎসর যাবত আমার আমলনামায় লিখিত হইয়া বলিয়া ধারণা করি না। আরও তিনি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনাকে ফিরিঙ্গি কাফের হইতেও মন্দ না জানে, সে ব্যক্তি পরিপক্ক ইমানদার হইতে পারে না। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে পীর অহঙ্কার করে, নিজেকে বড় পীর বলিয়া দাবি করে, সেই ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত নহে, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

বেদয়াতি পীরের নিকট মুরিদ হইবার অবস্থা

ছহিহ মোছলেম ঃ—

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

"নিশ্চয় এই এলম 'দীন' হইতেছে, তোমরা যাহার নিকটে দীন শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা তদন্ত কর।"

অর্থাৎ বেদয়াতি লোকের নিকট দীন শিক্ষা করা নিষিদ্ধ।

ছহিহ বোখারি ঃ—

دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسوا الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا

জনাব হজরত নাব করিম (সঃ) বলিয়াছেন যে, একদল মানুষ (লোককে) জাহান্নামের দ্বারের দিকে অহ্বান করিবে, যে ব্যক্তি তাহাদের কথায় উহার দিকে গমন করিবে, তাহারা উহাকে উক্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ (সঃ), তাহাদের লক্ষণ আমদিগকে বলুন। হজুর বলিলেন, তাহাবা আমার উম্মত হইবে এবং কোর-আন ও হাদিছ পাঠ করিবে।

কোর-আন ছুরা আনয়াম ঃ—

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

"আপনি স্মরণ করিবার পরে অত্যাচারী দলের সহিত বসিবেন না।"

ছহিহ মোছলেম ঃ—

لعن الله من اوى محدثا

"জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন (বেদয়াত) প্রচারককে স্থান দিবে, তাহার উপর খোদার লানত (অভিসম্পাত) পড়িবে।"

মেশকাত ঃ—

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতির ভক্তি ও সম্মান করিবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইস্‌লাম ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিল।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সকল হইতে প্রমাণিত হইল যে, বেদয়াতির পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে; বরং তাহার নিকট যাওয়া, বসিয়া থাকা, তাহার সম্মান করা ও তাহাকে স্থান দেওয়া নাজায়েজ। মওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি (কদঃ) 'কওলোল জমিল' কেতাবে লিখিয়াছেন যে, আলেম পরহেজগার ব্যতীত কোন বেদয়াতী পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে; যদি কেহ ঐরূপ পীরের নিকট মুরিদ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য যোগ্য পীরের নিকট মুরিদ হইতে হইবে।

তফছির আজিজি ঃ—

যে মুসলমানের পরিপক্ক ইমান আছে, তিনি কখনও বেদয়াতিদের ভক্তি করিবেন না, তাহাদের সঙ্গে বসিবেন না এবং পানাহার করিবেন না, বরং তাহদের সহিত শত্রুতাভাব প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি বেদয়াতিদের ভক্তি করিবে, খোদাতায়ালা তাহার অন্তঃকরণ হইতে ইমানের নূর (জ্যোতিঃ) দুর করিবেন।

আসল ও জাল পীরের লক্ষণ

পীর কামেল ব্যতীত তরিকত, হকিকত ও মায়ারেফাত শিক্ষা করা অসম্ভব। আজ কাল অনেক নকল পীর, কামেল পীর হইবার দাবি করতঃ কুট চক্রের জাল বিস্তার করিয়া আনেক লোকের ইমান নষ্ট করিতে যিনি ছলুক সমাপ্ত করিয়াছেন এবং মুরিদগণের ছলুক সমাপ্ত করাইবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাকে পীর কামেল বলে। কেবল মুরিদগণকে

২৫ হাজার বার "আল্লা-হু" পড়িতে বলিলে, কামেল মুর্শিদ হওয়া যায় না। তরিকতের প্রসিদ্ধ কোন খান্দানের সমস্ত বিষয় শিক্ষা করাকে ছলুক সমাপ্ত করা বলে। নক্‌শ বন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া খান্দানে ছলুক সমাপ্ত করিতে গেলে, প্রতমে কাল্‌ব, রুহ, ছের্র, খফি, আখ্‌ফা ও নাফ্‌ছ শরীরস্থ এই ছয়টি লতিফা জারি করিয়া লইতে হইবে; ইহাতে উক্ত লতিফা সকল আপনা আপনি আল্লাহ আল্লাহ জেকেরে উন্মত্ত হইবে এবং তৎসমুদয় ঘড়ির কাঁটার ন্যায় চলিতে থাকিবে। তৎপরে সমস্ত শরীরে পীরের তাওয়াজ্জোহ আল্লাহ আল্লাহ জেক্‌র জারি হইবে, ইহাতে শরীরস্থ অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা বা শরীরের প্রত্যেক অংশ আল্লাহ জেকেরে উন্মত্ত হইবে। বরং মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় শরীরস্থ ৭০ সহস্র লোমকূপকে ৭০ হাজার লতিফা বলা হয়, প্রত্যেক পলে অনুপলে তৎসমস্ত হইতে ৭০ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ হইতে থাকিবে। ইহাকে "ছোলতানোল আজকার" বলে। কোন কোন মুরিদ জেকেরের শব্দ ও নিজ কর্ণে শুনিতে পাইয়া থাকে, অথবা জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর জেক্‌র অনুভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত জেক্‌রকে "এছমে জাতির জেক্‌র" বলে। তৎপরে মুর্শিদের শিক্ষায় শরীরের কয়েক স্থান হইতে 'লাএলাহা ইল্লাহ' এই কলেমার জেকর হইতে থকিবে। ইহাকে "নফি এছবাতের জেকর" বলে। এই জেকর সিদ্ধ হইলে কোন কোন মুরিদ একটি গোলাকার নূরের দ্বারা আপন লতিফা সমুহকে বেষ্টন করিতে দেখিবে। তৎপরে মোরাকাবা করিয়া প্রথমে দাএরার এমকান অতিক্রম করিতে হইবে। জমি হইতে আরশ পর্য্যন্ত আলমে-খল্‌ককে অর্দ্ধেক দাএরা ধরিতে হইবে; তদুপরি আলমে-আম্‌রের শেষ পর্য্যন্তকে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দাএরা বুঝিতে হইবে। তওবার ফএজ, ছাএরে আনওয়ারে আফাকি, তাজাল্লিয়াতে-আফয়াল, তওহিদে-আফয়াল ও ছাএরে-আনওয়ারে-আন্‌ফোছি ইত্যাদির মোরাকাবা সমাপ্ত করিলে, প্রথম দাএরার এমকান আতিক্রম করা যাইবে। তৎপরে

বেলাএতে ছোগরার দাএরা অতিক্রম করিতে হইবে, ইহাতে আছমা ও ছেফাতের জেলাল, মায়ি'এত, মায়ি'এতে হোব্বি, নেছইয়ান-মাছেওয়াল্লাহ্ যাজ্বাতোম্-মেন যাজ্বাতেল্লাহ্, অহদাৎদার কাছরাত ও কাশফোল্-আরওয়াহ ইত্যাদির মোরাকাবা সমাপ্ত করিলে, এই দ্বিতীয় দাএরা অতিকক্রম করা যাইবে। তৎপরে বেলাএতে কোবরার দাএরা আতিক্রম করিতে হইবে; এই তৃতীয় দাএরা অতিক্রম করিতে গেলে, আছমা ও ছেফাত, আক্‌রাবিএত, মহব্বতে-উলা, মহব্বতে-ছানিয়া ও শরহোছ-ছদুর ইত্যাদির মোরাকাবা সমাপ্ত করিতে হইবে। তৎপরে চতুর্থ দাএরা "বেলাএতে উল্‌ইয়া," পঞ্চম দাএরা "কামালাতে নবুওত," ষষ্ঠ দাএরা "কামালাতে রেছালাত" ও সপ্তম দাএরা "কামালাতে উলুম-আজম" আক্রিম করিতে হইবে। তৎপরে ৮ম "হকিকতে-কাইউমিএত," ৯ম "হকিকতেছওম," ১০ম "হকিকতে ইছাবি," ১১শ "হকিকতে এবরাহিম," ১২শ "হকিকতে মুছ্যাবি," ১৩শ "হকিকতে আহ্‌মদি," ১৪শ "হকিকতে মোহাম্মদী," ১৫শ "হকিকতে হোব্বে-ছারফা," ১৬শ "হকিকতে লাতায়াইওন," ১৭শ "হকিকতে কায়াবা," ১৮শ "হকিকতে কোর-আন," ১৯শ "হকিকতে ছালাত" ২০শ "হকিকতে মায়াবুদিয়েতে-ছারফা," ২১শ "হকিকতে হোব্বে আহমদি ছারফা," ২২শ "হকিকতে হোব্বে মোহাম্মদী ছারফা," ২৩শ "হকিকতে হোব্বে এশ্‌কি" ২৪শ "হকিকতে ছায়ফোল্লাহ" এই দাএরাগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত কাহ্‌হারি, জব্বারি, জালালি কুওয়ত, রহমত, ছোলতানোল নাছিরা, এলম্-লাদুন্নি ইত্যাদির মোরাকাবা করিতে হয়। এইরূপ কাদিরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকার জেক্‌র ও মোরাকাবা আছে।

যে পীর মুরিদগণকে উপরোক্ত জেক্‌র ও মোরাকাবাগুলি শিক্ষা দিতে না পারেন, তিনি পীর কামেল নহেন। তাঁহার নিকট তরিকত শিক্ষা করিতে গেলে, হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পীর হইতে দূরে পালায়ন করা অবশ্যক। " নিম আলেম খাৎরায় ইমান ও নিম ডাক্তার

খাৎরায় ঈমান" এই দৃষ্টান্ত অনুসারে নাকেছ পীরের দ্বারা ইমান ধ্বংস হইতে পারে। উপস্থিত সময়ে কামেল পীর পরিক্ষা করা সঙ্কট হইয়াছে। বহু সংখ্যক মাওলানা ও মৌলবী যে পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কামেল পীর জানিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মাদ আবু-বকর সাহেব একজন উচ্চ ধরণের কামেল মোকাম্মেল পীর সুনিশ্চিত; কারণ বহু শত মৌলবী মাওলানা তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন এবং তাঁহার কয়েক শত মুরিদ ছলুক সমাপ্ত করিয়া আলিয়ে কামেল হইয়াছেন। এইরূপ যাঁহাকে খলিফা মনোনীত করেন, তাঁহাকেও পীর কামেল বলা যাইতে পারে। যে পীর শরিয়তের খেলাফ্ কাজ করেন, বা মুরিদগণকে উক্ত কাজ করিতে অনুমতি দেন বা নিষেধ করেন না, বরং ঐরূপ মুরিদগণকে অবাধে আপনার নিকট উচ্চস্থান দেন, তাহাকে গোমরাহ পীর বুঝিতে হইবে। যে পীর মুরিদগণকে নিজের পায়ে ছেজদা করিতে, অতি উচ্চস্বরে জেকের করিতে, জেকেরের সময় লাফালাফি, কিলাকিলি, কামড়াকামড়ি, দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গি করিতে অনুমতি দেন বা নিষেধ করেন না, বা নিজে গায়েব জানিবার দাবী করেন, অথবা মুরিদগণকে এরূপ কথা বলিতে শুনিয়া নিষেধ করেন না, তাহাকে গোমরাহ পীর বুঝিতে হইবে। এইরূপ পীর হইতে দূরে পালায়ন না করিলে ইমান ধ্বংস হইবে। আমাদের দেশে কোন কোন লোক কোন কামেল পীর বা সিদ্ধ আলেমের হুকুম না লইয়া এছ্‌ম পড়িতে থাকে, আতিরিক্ত পড়িতে পড়িতে তাহার মস্তিক গরম হইয়া উন্মত্ত হইয়া যায়। যে পীর প্রকৃত তরিকতের কামেল নহেন বা ছলুক সমাপ্ত করেন নাই, তিনি হয়ত মুরিদগণকে কোন একটি এছ্‌ম বিশ কিম্বা পঁচিশ হাজার বার পড়িতে অনুমতি দেন, ইহাতে হিতে বিপরীত হয়; তাহারা উক্ত এছ্‌মের গরম সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হইয়া লাফালাফি করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। ইহা প্রকৃত তরিকতের শিক্ষা নহে; প্রকৃত

তরিকতের শিক্ষায় মুরিদ উন্মত্ত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত কামেল পীর হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষায় মুরিদ শান্তভাব ধারণ করে, অতএব যে পীরের মুরিদগণ এইরূপ লাফালাফি করে, উক্ত পীরকে জাল ও নকল পীর বুঝিতে হইবে। একদল ধোকাবাজ পীর "তছখির কলুব" নামে মোহিনী মন্ত্র জানে, তাহারা উক্ত মন্ত্রবলে নিরক্ষর মুরিদগণের মন-প্রাণ এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় যে, মুরিদগণ উন্মত্ত হইয়া জাল পীরের পদানত হইয়া থাকে। সাবধান মুসলমানগণ, আজ কাল অনেক প্রবঞ্চক পীর লোককে ছিটাপড়ায় উন্মত্ত করিয়া পার্থিব সম্পদ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমাদের খুলনা জেলায় এক আজগবি পীর আর্বিভূত হইয়াছেন, তিনি কতকগুলি স্ত্রীলোককে মুরিদ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকগণ পীরের এশকে বা ছিটাপড়ার এরূপ উন্মত্ত হইয়াছে যে, নিজেদের স্বামিকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে না। পীরজি গ্রামে আসিলে বিবিরা স্বামিদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া ও তাহাদের স্পষ্ট আদেশ অমান্য করিয়া পীরের ওয়াজ শুনিতে ও খেদমত করিতে হাজির হইয়া থাকে। আরও বলিতে থাকে স্বামী তুমি কি করিবে? পীরের পদধূলি লইলে বেহেশত পাইব। স্বামীরা ঘর্ম্মাক্ত শরীরে হাট-বাজার করিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া পানি চাহিতে লাগিল কিন্তু বিবি ছাহেবানি ২৫ হাজার তছবিহ্ পড়িতে মগ্ন। কে পানি দিবে ? অগত্যা স্বামীরা নিজ নিজ হাতে পানি লইয়া পা ধৌত করিয়া বসিল। রাত্রি ১১ টা হইল, ভাত ভাত করিয়া হাঁকা-হাঁকি বিবিরা মোশাহেদায় উন্মত্ত , কাজেই স্বামীরা স্বহস্তে ভাত বাহির করিয়া আহার করিল। বিছানা প্রস্তুত নাই , স্বামীরা বিছানা বিছানা করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, বিবিরা মোরাকাবায় অচৈতন্য , তখন নিজেরা বিছানা প্রস্তুত করিয়া বলিতে লাগিল বিবিরা আর আমাদের নাই। পাঠক, জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন , মানুষ মানুষকে সেজদা করিতে পারেনা। যদি

পারিত তবে বিবিরা স্বামিদিগকে ছেজদা করিতে আদিষ্ট হইত। স্বামী ডাকিলে যদি বিবি উপস্থিত না হয়, তবে উক্ত বিবি লানত গ্রস্ত হয়। স্বামীর বিনা হুকুমে বিবিদের নফল নামাজ পড়া ও রোজা করা নিষিদ্ধ। আর বিবিরা ফরজ ত্যাগ করতঃ নফল আদায় করিতে উন্মত্ত। এইরূপ জেকের বিবিদের পক্ষে নাজায়েজ। সাবধান মোসলমানগণ, তোমরা তোমাদের বিবিদিগকে এইরূপ জাল পীরের নিকট মুরিদ হইতে দিও না, নচেৎ তোমাদের অদৃষ্টে ঐরূপ ঘটিবে।

রিয়াকার পীর ও মুরিদগণের অবস্থা

মেশকাত ৩৮ পৃষ্ঠা –

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد فى جهنم يتعوذ منه كل يوم اربعمأة مرة قيل يا رسول الله ومن يدخلها قال القرأن باعمالهم رواه الترمذى و ابن ماجة

এমাম তেরমেজি ও এবনো মাজা হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা খোদার নিকট জোব্বোল-হোজন হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলোল্লাহ, জোব্বোল - হোজন কি? হুজুর বলিলেন, উহা জাহান্নামের একটি ময়দান, স্বয়ং জাহান্নাম প্রত্যেক দিবস চারিশতবার উহা হইতে উদ্ধার

প্রার্থনা করিয়া থাকে। লোকে বলিলেন, ইয়া রাছুলোল্লাহ, উহার মধ্যে কাহারা প্রবেশ করিবে? হজুর বলিলেন, যে দরবেশ ও ফকিরগণ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদাত করে।

মেশকাত, ৪৫৪ পৃষ্ঠা–

يخرج فى اٰخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من اللين الشنتهم احلى من السكر وقلوبهم و قلوب الذياب رواه الترمذى

ছহিহ তেরমেজিতে আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষ কালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইবে তাহারা ধর্মের পরিবর্ত্তে পার্থিব সম্পদ উপার্জন করিবে। লোককে কোমলতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মেষের চর্ম্ম পরিধান করিবে, তাহাদের মুখ চিনি অপেক্ষা বেশি মিষ্টি হইবে এবং তাহাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের তুল্য হইবে।

মেশকাত ৪৫৫/৪৫৬ পৃষ্ঠা–

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের উপর গুপ্ত শেরেক ও কামনার আশঙ্কা করি। হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন,ইয়া নবি (সঃ) করিম আপনার উম্মত আপনার পরে কি শেরেক করিবে? হুজুর বলিলেন, অবশ্য করিবে, তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য, প্রস্তর ও প্রতিমা পূজা করিবেনা, কিন্তু তাহারা লোককে দেখাইবার মানসে এবাদাত করিবে।

মেশকাত ৪৫৪ পৃষ্ঠা–

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা কেয়ামতের হিসাবের জন্য লোককে সমাবেত করিবেন,

সেইসময় একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করিবেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার এবাদাতে অন্যকে শরিক করিবে (অর্থ্যাৎ রিয়াকারী ভাবে এবাদাত করিবে) সে ব্যক্তি যেন আল্লাহতায়ালা ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে উহার ফল লাভের চেষ্টা করে।

মূলকথা এই যে, শেষকালে কতক রিয়াকার লোক ফকিরী লেবাছ পরিধান করত্নঃ মধুর স্বরে লোকের মন আকর্ষন করিবে। কিন্তু তাহারা নেকড়ে বাঘ অপেক্ষা বেশি ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক হইবে যাহারা হাটে- বাজারে, পথে ও মাঠে লম্বা তছবিহ্ পড়িতে থাকে, তাহারা রিয়াকারী পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।

রিয়াকার লোকের প্রথম নকল

এক সময় একজন পীর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহার মুরিদেরা জেকের করিতে করিতে লাফা লাফি, মারা-মারি, কামড়া-কামড়ি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিল।কলিকাতার বহু লোক এই কান্ড দেখিয়া উক্ত পীরের চক্রে পড়িয়া তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে পীরের ধুমধাম রটিয়া গেল,ও শহরময় একটি হুজুগ পড়িয়া গেল। একদল অসৎ লেক উক্ত জেকরকারীদের পরম শত্রু ছিল, তাহারা বহু দিবস হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। তাহারাই সেই সময় স্বর্ণ সুযোগ বুঝিয়া সেই ফকিরজীর নিকট মুরিদ হইয়া জেকরকারীদের দলভুক্ত হইয়া জেকরের সময় তাহাদিগকে এরূপ ভাবে প্রহার করিতে লাগিল যে, কাহারও চক্ষু অন্ধ, কাহারও দন্ত ভগ্ন, কাহারও হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল; তাহারা নিজের মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আলেমগণ তাহাদের কাণ্ডকলাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; জেকেরকারীগণ বলিত, আমরা অচৈতন্য হইয়া ,ইরূপ করিয়া থাকি। তখন আলেমগণ চারিজন শিশ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা কয়েকটি সুচি সঙ্গে লইয়া উহাদের দলে মিলিয়া যাও। যখন তাহারা জেকরের সময় চীৎকার লাফালাফি ও মারা মারা করিতে থাকিবে, তখন তোমরা

তাহাদের শরীরে সূচী বিদ্ধ করিতে থাকিবে, যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে অচৈতন্য হইয়া থাকে, তবে সূচি বিদ্ধ হইয়াও জেকের করিতে থাকিবে। তৎপরে উক্ত চারিজন লোক জেকের কালে তাহাদের শরীরে সূচি বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সকলেই চুপ হইয়া গেল। তাহাদের রিয়াকারী প্রকাশ হইয়া পড়ায় পীর ও চেলাগন তথা হইতে পলায়ন করিল।

পাঠক, আমাদের এদেশে একজন পীরের মুরিদগণ এক মসজিদে অতি উচ্চ স্বরে জেকর ও লাফালাফি করিতেছিল, এমত অবস্থায় একজন আলেম তাহাদিগকে ধমকাইয়া নিষেধ করেন, সেই হইতে তাহারা আর চিৎকার ও লাফালাফি করে নাই। যদি তাহারা প্রকৃত উন্মত হইয়া একাজ করিবে, তবে এক ধমকে কেন উহা বন্ধ হইয়া গেল?

দ্বিতীয় নকল

রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় এক সময় একজন ভণ্ড ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী চারিজন লোককে রোদন ক্রন্দনের জন্য বেতন ভুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল, তাহারা চারি জন জেকর বা ওয়াজের মজলিশে চারি কোণে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অচেতন্য প্রায় হইয়া পড়ি। তাহাদের এই প্রবঞ্চনা ভাবলোকেরা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মহা ফকির ধারণা করিয়া দলে দলে তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে তাহার রিয়াকারী ভাব প্রকাশিত হওয়ায় স্থানে প্রস্থান করে।

পাঠক, আমাদের দেশে এইরূপ পীর মুরিদের আবির্ভাব হইয়াছে, পীরজী যেখানে যাইবেন ৩০/৪০জন চেলা সঙ্গে লইয়া যাইবেন। মুরিদেরা তথায় অতি উচ্ছ স্বরে রোদন করিতে করিতে বেঙের মত লাফাইতে লাফাইতে পীরজীর পায়ে সেজদা করিয়া বসে, নাচা নাচি করিতে থাকে, কাহারও গলা টিপিতে থাকে, কাহারও জিহ্বা বাহির করিতে থাকে, কাহারও হাত কামড়াইতে থাকে, কাহারও দাঁত ভাঙ্গিতে থাকে, কেহ্ বা লাফাইয়া

গৃহের আড়ার উপর উঠিয়া গাইতে থাকে। ইহা দেখিয়া কত নিরক্ষর লোক তাহার নিকট মুরিদ হইয়া গোমরাহ হইতেছে। সাবধান মোসলমানগণ, তোমরা এরূপ প্রবঞ্চক পীর ও মুরিদান হইতে দূরে থাক, নচেৎ তোমাদের ঈমান নষ্ট হইবে।

তৃতীয় ঘটনা

বগুড়া জিলায় একজন ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী দেশে প্রচার করিল যে, আমি লোকের মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখইয়া দিতে পারি। কাজেই তাহার শিষ্যগণ মৃত দর্শনের জন্য একটি প্রশস্ত স্থানকে পরদা দ্বারা বেষ্টন করিল এবং প্রত্যেক দর্শকের জন্য এক এক টাকার টিকিট স্থির করিল। সহস্রাধিক দর্শক টিকিট ক্রয় করিয়া উক্ত তামাশা-গৃহে প্রবেশ করিল পীরজী তওয়াজ্জোহ্ দিবার সময় বলিয়া উঠিল যে, তোমরা মৃত আত্মীয় দর্শনের নিয়ত করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক, ইহাতে মৃতদের রুহ্ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি হারামজাদা (জারজ সন্তান) হইবে, সেই কেবল দেখিতে পাইবে না। ভক্তেরা বহুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করতঃ বসিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা সকলে বিষণ্ণ বদনে বাহির হইলে, লোকে তাহাদের মৃতদর্শনের কতা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা লজ্জার জন্য সকলেই বলিল, আমরা অমুককে দেখিয়াছি। কিছু দিবস পরে তাহাদের মৃত দর্শন না পাইবার ও পীরজীর জালসাজীর অবস্থা লোক সমাজে প্রকাশ হওয়ায়, পীরজী স হস্রাধিক টাকা লইয়া চম্পাট দিল।

পাঠক, আমাদের দেশেও নকল পীরের নকল মুরিদগণ সাধারণ লোককে ধোকা দিবার জন্য প্রবঞ্চনা করিয়া বলিতে থাকে যে, ফুরফুরা নিবাসী মওলানা সাহেব আমাদের পীরকে বোজর্গ পীর বলিয়া সকলকে

তাঁহার নিকট মুরিদ হইতে বলিয়াছেন। কখন মিথ্যা করিয়া বলিয়া থাকে যে, বশীরহাটের খান বাহাদুর সাহেব আমাদের পীরের নিকট মুরিদ হইয়াছেন। কখন বলেন যে মাওলানা কারামত আলি সাহেব মায়ারেফাত জানিতেন না, কেবল হেজবোল-বাহারের আমল জানিতেন। কখন বলে, ফুরফুরার পীর সাহেব মায়ারেফাত জানেন না। কখন বলে, অমুক অমুক মাওলানা মৌলবী আমাদের পীরের নিকট কথা বলিতে সাহস করেন নাই, আমাদের পীর বঙ্গদেশের কণ্ডকর হইয়াছেন। এইরূপ ধোকাবাজী ও প্রবঞ্চনা করিয়া কত সোজা দিনদারকে তাহার নিকট মুরিদ করাইয়া ও পায়ে সেজদা করাইয়া বে-ইমান করিতেছে।

পাঠক, যে মাওলানা কারামত আলি সাহেবের বহু মায়ারেফাতের কেতাব বর্ত্তমান আছে, যিনি হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমাদ সাহেবের প্রধান খলিফা ছিলেন, যাঁহার বহু কারামত প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাঁহার পীরত্বে বঙ্গদেশ হেদাএত পাইয়াছে, তাঁহাকে যে লোক উপরোক্ত কথা বলে, তাহাকে ধূর্ত্ত, মিথ্যাবাদী, দাগাবাজ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? যে ফুরফুরার মাওলানা সাহেবের পীরত্ব সমস্ত বঙ্গের মাওলানা মৌলবীগর মানিয়া লইয়াছেন, সহস্রাধিক মাওলানা মৌলবী যাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন, যাহার ২।৫ শত মুরিদ ছলুক সমাপ্ত করিয়া অলিয়ে কামেল হইয়াছেন; যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলে, তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

যে পীরজী বাহাছের ভয়ে গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট নাকি অমুক অমুক মাওলানা ও মৌলবী ভয়েতে কথা বলিতে সাহস করেন নাই, ইহা বাতুলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বনে অরণ্যে কতকগুলি নিরক্ষর লোকের নিকট পীর কামেল সাজিলে, পীর হওয়া যায় না।

মেশকাত, ৪৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

ان لكل شئ شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد وقارب فارجوه وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه

জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের আগ্রহ হয়, প্রত্যেক আগ্রহ হ্রাস পায়। যদি কেহ ন্যায় ভাবে মধ্যম ধরণের এবাদত করে, তবে আমি তাহার সফল মনোরথ হইবার আশা করি, আর যদি তাহার দিকে আঙ্গুলের ইশারা করা হয়, তবে উহাকে গ্রাহ্য করিও না।

মেশকাত ১১০ পৃষ্ঠা ঃ—

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

জনাব হজরত নবি (সঃ) বলিয়াছেন, কম হইলেও যে এবাদত সর্ব্বদা করা হয়, তাহাই খোদার নিকট বেশী পছন্দ হইয়া থাকে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا

হজরত ফরমাইয়াছেন, তোমরা যে কাজগুলি করিতে সক্ষম হও, তাহাই গ্রহণ কর; কেন না খোদাতায়ালা বিরক্ত হইবেন না, কিন্তু তোমরা বিরক্ত হইয়া যাইবে।

মেশকাত ৪৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত ফরমাইয়াছেন, যদি কেহ এত অতিরিক্ত দুনিয়ার কাজ বা এবাদত করে যে, লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলের ইশারা করে, তবে ইহা তাহার অশুভ লক্ষণ জানিবে; কেবল খোদা যাহাকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষা পায়।

পাঠক, যাহারা হাটে বাজারে, পথে ও মাঠে ২৫ হাত লম্বা তছবিহ্ পড়িয়া থাকে, তাহাদের এই কাজ উক্ত হাদিছ সমূহের অনুসারে অগ্রাহ্য।

জনাব হজরত নবি করিমের (সঃ) হাদিছ বর্ণে বর্ণে সত্য, কেন না

অনেক জোমার মুসল্লিগণকে হঠাৎ ২৫ হাজার তছবিহ্ পড়িতে দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, কিছু দিবস পরে দেখিতেছি যে, এখন তাহাদের তছবিহ্ পড়াও নাই এবং নামাজ রোজাও নাই, এই হেতু হজরত বলিয়াছেন, যে কাজে অতি বাড়াবাড়ি করা যায়, তাহা অচিরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

যাহারা এত অধিক পরিমাণে তছবিহ্ পড়িতে আরম্ভ করে, তাহারা যে আলেম মণ্ডলী ও মুসলমানগণকে নগণ্য বলিয়া ধরণা করে, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে, যাহারা আলেম মণ্ডলীকে এরূপ ধরণা করে, হয় ত মৃত্যুকালে তাহাদের ইমান ধ্বংস পাইবে এবং অহঙ্কারের পাপে লিপ্ত হইয়া নগণ্য জীবে পরিণত হইবে। আমরা শুনিয়াছি, একজন ২৫ হাজারি লোক জোমার দিবস শেষ সারি হইতে প্রথম সারিতে যাইতেছিল, অন্যান্য মুসল্লিরা নিষেধ করায় উক্ত ২৫ হাজারি লোকটি বলিয়া উঠিল যে, তোমরা জান না, আমি কিরূপ লোক—অর্থাৎ বেহেশতীদের হইয়া থাকিবে। এই হেতু হজুর বলিয়াছেন, যাহারা অতিরিক্ত এবাদত করে তাহাদের পরিণাম মন্দ জানিতে হইবে।